মুহাঃ আব্বাস আলী সরকার

পান্থ ছায়া

পান্থ ছায়া

মুহাঃ আব্বাস আলী সরকার

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

পান্থ ছায়া

মুহাঃ আব্বাস আলী সরকার

ISBN : 978-984-90136-0-0

খে প্র-১৯

প্রকাশনায়

খেয়া প্রকাশনী

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১২

কম্পোজ

আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড

ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দিন

মূল্য

ষাট টাকা মাত্র

Pantho Chaya Written by Muh. Abbas Ali Sarkar

Published by Kheya Prokashoni, Dhaka

First Print February, 2012

Price Tk. 60.00 only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইসলাম প্রচারে সকল
শহীদ-গাজী স্মরণে

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমার মনের কথাগুলো কবিতার আকারে প্রকাশ করেছি। আমি অনেকগুলো কবিতা লিখেছি, তন্মধ্যে যদি একটি কবিতা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, সেইতো আমার পরম সফলতা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই বোনেরা! আমার কবিতা পাঠে যদি কারো অন্তকরণ স্পর্শ করে, অনুভূতিতে সাড়া জাগায়, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আনে সত্য ও সুন্দরের দিকে, তবেই তো আমার লেখা সার্থক বলে মনে করবো।

আমার কবিতাতে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, তবুও প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম আমার অদৃশ্য ইচ্ছার কারণে। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণে "বিশ্ব-নবীর (সা.) জীবনালোকে" লিখেছি। ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামি কবিতা ও নবীজীর (সা.) নামে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছি মাত্র। জানি তাঁর প্রশংসা কণামাত্রও করতে পারিনি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য। তিনি আমাদের রব, অদ্বিতীয় মা'বুদ।

এই কাব্যখানি সম্পাদনা করেছে আমার বাল্যবন্ধু আলহাজ কবি আজহারুল ইসলাম। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

মুহাঃ আব্বাস আলী সরকার
কালিয়াকৈর।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

বগুড়া জেলার অন্তর্গত শেরপুর উপজেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটি ইউনিয়ন, নাম তাঁর সীমাবাড়ী। বগুড়া জেলার সীমান্ত ঘেষা ইউনিয়ন বলেই হয়তো নাম হয়েছে সীমাবাড়ী। ঐতিহাসিক করতোয়ার শাখা নদী ফুল জোড় সীমাবাড়ী ইউনিয়নকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। এই ফুল জোড় নদীর পূর্বতীর ঘেষেই ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা সবুজ শ্যামলে ঘেরা একটি গ্রাম, নাম তার কালিয়াকৈর। এই কালিয়াকৈর গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন 'পান্থ ছায়া' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার। তার জন্ম সাল ১লা মার্চ, ১৯৩৬ ঈসায়ী। পিতা মরহুম আক্কেল আলী সরকার, মাতা আতবজান খাতুন।

আব্বাস আলী সরকারের জন্মের মাত্র ছয় বছর পরেই পিতা আক্কেল আলী সরকার ইন্তেকাল করেন। শিশু আব্বাস আলীর দায়িত্ব পড়ে বিধবা মা আতবজানের উপর। মাকে নানা অভাব অনটনের ভেতর দিয়ে আব্বাসকে লালন পালন করতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর মামা তমিজ উদ্দিন ছিলেন শৈশবের তত্ত্বাবধায়ক।

মা বিদ্যানুরাগী ছিলেন বিধায় মাত্র ছয় বছর বয়সেই আব্বাস আলীকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৪৫ সালে ধুনট উপজেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বগা মাইনর স্কুলে আব্বাস আলী ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন, তখন ঐ স্কুলের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম জসিম উদ্দিন পাঠান।

মাইনর স্কুলে দু'বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করে আব্বাস আলী সরকার ১৯৪৭ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাধীন বিখ্যাত চান্দাইকোনো হাই স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলে তিন বছর অধ্যয়নের পর তিনি সিরাজগঞ্জ হাজী আহমেদ আলী মুসলিম হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

www.pathagar.com

ছাত্রজীবন থেকেই আব্বাস আলী সরকার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। ঐ সময় সিরাজগঞ্জ মহকুমা শিক্ষা অফিসার কবি আবুল হাশেম সাহেব "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানবতায় শ্রেষ্ঠত্ব" নামক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালে আব্বাস আলী সরকার তাতে অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ঐ সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মরহুম রওশন আলী খন্দকার। তিনি আব্বাস আলীর টেষ্টমোনিয়ালে লিখেছিলেন– "He is Specially strong in Bengali."

আব্বাস আলী সরকার ১৯৫৪ সালে মুসলিম হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। এরপর তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

ছাত্রাবস্থায় তার বিশেষ ঝোঁক ছিল ইসলামের ইতিহাস জানার। তাই তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে তার লেখা গ্রন্থ "বিশ্ব-নবীর (সা.) জীবনালোকের" মন্তব্য লিখতে গিয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মাওলানা রোস্তম আলী সাহেব যথার্থই লিখেছিলেন, "জীবনের ঊষালগ্ন থেকেই আব্বাস আলী সরকার অনুশীলন প্রিয় একজন কলম সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।"

এস.এস.সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার পর তার জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংসার পরিচালনা ও বিধবা মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ধুনট উপজেলার যুগী গাঁতী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প বেতনে প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে চাকুরী গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২ বছর চাকুরী করার পর ডুমরাই বাঐ খোলা দাখিল মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় বেটখৈর, লাঙ্গোলমোড়া, কালিয়াকৈর ও নাকুয়া গ্রামের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এলাকায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভীষণভাবে তৎপর হয়ে উঠেন। কেননা, স্থানীয় কয়েক গ্রামের মধ্যে কোন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা

www.pathagar.com

মাদ্রাসা ছিল না। ১৯৬৭ সালে ১ জুলাই এলাকায় কতিপয় ইসলাম দরদী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেটখৈর মৌজায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বৈঠক করেন। ঐ বৈঠকেই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মরহুম এস এম মতিয়ার রহমান সাহেব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য এক ঘর দান করেন। তবে এই প্রথম দানের উপর ভিত্তি করেই আজকে এই বেটখৈর দাখিল মাদরাসা।

এরপর আলহাজ্ব সেকেন্দার আলী মিঞা সাহেব, মতিয়ার রহমান ও আরও কিছু ব্যক্তিবর্গ আব্বাস আলী সরকারকে ডুমরাই বাঐ খোলা দাখিল মাদরাসা থেকে ডেকে এনে মাদরাসা কমিটির সুপারিশক্রমে ৭/৭/৬৭ তারিখে তার উপর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সময় মাদরাসার প্রধান মাওলানা ছিলেন হাফেয মোহাম্মদ দানিয়াল। হাফেয সাহেব মাত্র তিন মাস চাকুরী করার পর বগুড়ায় এক জামে মসজিদে ইমামতির পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মাদরাসা ত্যাগ করেন।

এমনি বিপর্যয় মুহূর্তে মাদ্রাসার সেক্রেটারী জনাব রেফাজ উদ্দিন মিঞা তাকে সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই কারী শিক্ষক পদে মৌঃ মোঃ আবু ইয়াহইয়া খন্দকার সাহেবকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আব্বাস আলী সরকার মাদরাসা গড়ার কাজে উদারভাবে নিজকে বিলিয়ে দেন।

অর্থকে বড় করে না ভেবে– ইসলামী শিক্ষার প্রসারকল্পে ইসলামের আলো বিকিরণ করে দীর্ঘ ত্রিশ বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিলে তিলে নিজকে বিলিয়ে দিয়েছেন মাদ্রাসার পেছনে। নাওয়া-খাওয়া ঘুমকে হারাম করে মাদরাসা গড়ার কাজে তার যে মহৎ উদ্যম সত্যই সামাজিকতার দিক দিয়ে প্রশংসার দাবীদার। ত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল তার বৃথা যায়নি।

যে গাছ তিনি একদিন চারা হিসেবে রোপন করেছিলেন আজ ফুলে ফলে পত্র পল্লবে সুবাস আর ছায়া দানে এলাকাবাসীকে বিমোহিত করছে আর আগামী প্রজন্মের জন্য অনির্বাণ আলোর দীপ হিসেবে চির অম্লান হয়ে থাকবে আর এখান থেকে প্রতি বছর বেরিয়ে আসবে ইসলাম রক্ষার অসংখ্য নির্ভীক প্রহরী।

www.pathagar.com

তিনি ফোরকানিয়া থেকে শুরু করে দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত উত্তরণ ঘটিয়ে কখনও প্রধান শিক্ষক, কখনও প্রধান মাওলানা, কখনও সেক্রেটারীর যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা এলাকার মানুষ কোন দিন ভুলবে না।

বেটখৈর মাদরাসায় চাকুরীকালিন অবস্থায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি উত্তীর্ণ হন। তার এ কৃতিত্ব প্রশংসার দাবীদার।

মাদ্রাসার দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থেকে সাহিত্য অংগনে তার পদচারণা ছোট বেলা থেকেই। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি পুস্তক যা পাঠক সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত। তার রচিত বইগুলোর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. বিশ্ব নবীর (সা.) জীবনালোকে (প্রকাশিত)

২. সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ পরিণতি (প্রকাশিত)

৩. পান্থ ছায়া কাব্য (প্রকাশিত)

৪. মুসলিম সবুজ পাঠ (১ম শ্রেণী) প্রকাশিত

৫. সবুজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) প্রকাশিত।

লেখক আব্বাস আলী সরকারের বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শেরপুর সাহিত্য চক্র, রায়গঞ্জ লেখক বহুমুখী সমবায় সমিতি, ছাতিয়ানী শাহজালাল স্মৃতি ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত, কবি আজহারুল ইসলাম সম্পাদিত আলোর দিশারী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বগুড়া জেলা কবি সাহিত্যিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে জেলা প্রশাসক থেকে সাহিত্য সম্মাননা মেডেল পুরস্কার দেয়া হয়।

এ ছাড়াও তার একনিষ্ঠ সাহিত্য চর্চা ও কাব্য চর্চার মানসিকতায় গত ৩০/১১/২০১০ ইং সালে শাহজালাল স্মৃতি ফাউণ্ডেশন তাকে সাহিত্য সম্মাননা হিসেবে ক্রেষ্ট প্রদান করে। আব্বাস আলী সরকার ২ পুত্র ও ৪

www.pathagar.com

কন্যার জনক। আব্বাস আলী সরকার একজন পুস্তক ব্যবসায়ীও ছিলেন। চান্দাইকোনো বগুড়া বাজারে 'মোস্তফা-লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী ছিল। মানুষ তার যাপিত জীবনের কোন কোন সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চরম হতাশার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। লেখক আব্বাস আলী সরকারের জীবনেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা তার বাকী জীবনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. মুনাজাত ॥ ১৫
২. জীবনের নাম ॥ ১৫
৩. প্রাণের আকুলতা ॥ ১৬
৪. অদৃশ্যে তুমি ॥ ১৭
৫. ভুলিতে পারি না আমি ॥ ১৭
৬. নবী (সা.) না এলে দুনিয়ায় ॥ ১৮
৭. মহামানবের পরশে ॥ ১৯
৮. মা'বুদ স্মরণে-১ ॥ ২০
৯. রব নিরাকার ॥ ২০
১০. পবিত্র রওজা স্মরণে ॥ ২১
১১. রাসূল (সা.) স্মরণে-১ ॥ ২২
১২. বিশ্ব নবীর (সা.) জন্ম মুহূর্তে ॥ ২৪
১৩. রাসূল (সা.) স্মরণে-২ ॥ ২৫
১৪. বিশ্ব নবীর (সা.) ইন্তেকাল ॥ ২৫
১৫. সৃষ্টির সেরা ॥ ২৭
১৬. বদর রণাঙ্গন ॥ ২৭
১৭. উহুদ রণাঙ্গন ॥ ৩৩
১৮. মুতার জিহাদ ॥ ৩৭
১৯. খাদিজাতুল কোবরা ॥ ৪০
২০. পুণ্যময়ী হাজেরা ॥ ৪২
২১. এলো সেই কোরবানী ॥ ৪৪

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৩. মানুষের পরিচয় ॥ ৪৮
২৪. জীবন ও পাথেয় ॥ ৪৮
২৫. স্রষ্টার সমীপে ॥ ৪৯
২৬. মুসলিম জাতি ॥ ৫০
২৭. সৃষ্টির সেরা ॥ ৫১
২৮. মা'বুদ স্মরণে-২ ॥ ৫১
২৯. মউত ॥ ৫২
৩০. মহাপ্রলয়ে ॥ ৫৩
৩১. আরাফাত ময়দান ॥ ৫৪
৩২. কাবার স্মৃতি ॥ ৫৫
৩৩. কোরবানী ॥ ৫৬
৩৪. নামায ॥ ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

৩৫. ভাষার লড়াই ॥ ৫৮
৩৬. একুশে স্মরণে ॥ ৫৯
৩৭. মুক্তিযোদ্ধা স্মরণে ॥ ৬০
৩৮. বিজয় স্মরণে ॥ ৬১
৩৯. স্বাধীনতা দিবস ॥ ৬১
৪০. আমার সেই স্বাধীনতা ॥ ৬২
৪১. স্বাধীনতা আমার ॥ ৬৩
৪২. জাগরণ ॥ ৬৪

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

৪৩. বাংলাদেশ ॥ ৬৬

৪৪. বাংলা ভাষা ॥ ৬৬

৪৫. ভালবাসি ॥ ৬৮

৪৬. চাষী ॥ ৬৯

৪৭. কারবালা ॥ ৭০

৪৮. জননী ॥ ৭১

৪৯. ধর্মের পরিচয় ॥ ৭২

৫০. বাস্তব কথা ॥ ৭৩

৫১. শান্তি বনাব অশান্তি ॥ ৭৫

৫২. জাগরে মুসলিম ॥ ৭৫

৫৩. যালিমের লড়াই ॥ ৭৬

৫৪. নাস্তিকের দশা ॥ ৭৬

৫৫. মেঘ মালা ॥ ৭৭

৫৬. জাহেলিয়াত যুগে আরব ॥ ৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

৫৭. আল আমিন ॥ ৮১

৫৮. শিশুর আশা ॥ ৮১

৫৯. সবুজের ডাক ॥ ৮২

৬০. আলো আঁধার ॥ ৮২

৬১. সঙ্গ লাভে ॥ ৮২

৬২. বৃক্ষের দান ॥ ৮৩

৬৩. মামুনের জন্ম দিনে ॥ ৮৩

৬৪. মণি-মানিক ॥ ৮৪

www.pathagar.com

৬৫. জন্ম দিনে ॥ ৮৪
৬৬. বর্ষপূর্তি ॥ ৮৪
৬৭. সত্যের সন্ধান ॥ ৮৫
৬৮. জ্ঞানের সন্ধান ॥ ৮৫
৬৯. স্মৃতির পাতা ॥ ৮৫
৭০. চলার শেষ ॥ ৮৬
৭১. জুঁই ॥ ৮৬
৭২. ধর্মের সন্ধান ॥ ৮৬
৭৩. ভাষা ॥ ৮৬
৭৪. রাসূলের (সা.) বাণী ॥ ৮৭
৭৫. এক আল্লাহ্ ॥ ৮৭
৭৬. বিশ্বাস ॥ ৮৭
৭৭. সুখ-দুখ ॥ ৮৭
৭৮. বিদ্যা শিক্ষা ॥ ৮৭
৭৯. শ্রমিক ॥ ৮৭
৮০. কেন দৈন্য ॥ ৮৭
৮১. সৎ জীবন ॥ ৮৮
৮২. পাপ-পুণ্য ॥ ৮৮
৮৩. মৃত্যুর খবর ॥ ৮৮
৮৪. পাপী মরে ॥ ৮৮
৮৫. শেষ ঠিকানা ॥ ৮৮
৮৬. জিন্দাবাদ ॥ ৮৮

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুনাজাত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র
তব নাহি সীমা করুণা কৃপার।
হাশরের ময়দানে বিচারের দিন
মহা হাকিম রব্বুল আলামিন।
যত আরাধনা, করি গুণগান
সবই তোমার লাগি, সর্বশক্তিমান।
দয়া চাহি তব কাছে–
তোমার করুণা যে পথে আছে
সেজদায় লুটিয়ে পড়ি তোমার স্মরণে
তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই ত্রিভুবনে।
যে পথে চলে তব প্রিয়জন
মোদের করাও সে পথে গমন
যে পথে চলে পথভ্রষ্ট পাপীগণ
চালাইওনা সে পথে মোরে, প্রভু চিরন্তন।

জীবনের নাম

জীবনের নাম "নিঃশ্বাস"
এক মুহূর্তে নাই বিশ্বাস
কার হুকুমে নিঃশ্বাস বয়?
কার হুকুমে স্তব্ধ হয়?
সেই তো আমার মা'বুদ রব
তাঁরই ইচ্ছায় হয় যে সব।

www.pathagar.com

প্রাণের আকুলতা

কেউ কি বলতে পারে
আমার জীবনের পল্লব
কবে ঝরে যাবে?
অবশেষে কি হবে আমার?
অতীত জীবনের দিনগুলো
কেউ কি পারে ফিরিয়ে দিতে?
হায়রে যান্ত্রিক যুগ!
আত্ম প্রত্যয়ের সুদৃঢ় কণ্ঠে
কেউ কি বলতে পারে–
রোজ হাশরের কঠিন দিবসে
কোন্ হস্তে সে পাবে সোনার পত্রটি?
সেই তো পরম পাওয়া
জীবনের সুখ দুঃখের ফলাফল।
এ আলো, আকাশ-বাতাস, ফুলফল,
সবুজ মাঠ, বনানীর সাথে
ডাকে মুমু, দোয়েল কিংবা চোখ গেল
পাখি অথবা অজুত তারকা ভরা আকাশ
চাঁদের জোছনা ভরা প্রান্তর
পাব কি দেখিতে মৃত্যুর পর?
পাব কি শুনিতে আযানের ধ্বনি
সুমধুর সুর আল্লাহু আকবার?
নিয়ম নিগড়ে বাঁধা আমার অস্তিত্ব যার হাতে
তাঁরি করুণা কামনা করি প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

প্রকাশিত ঃ শেরপুর সাহিত্য চক্রের ৭ম বার্ষিকী সংখ্যা

www.pathagar.com

অদৃশ্যে তুমি

দেখি না প্রভু, তুমি অন্তর্যামী
বিশ্বজগৎ তুমি সৃজন স্বামী।
অদৃশ্যে তুমি দৃশ্যমান
আকাশ ভুবন তব প্রমাণ।
তোমার শক্তি মহিমা বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান।
অসংখ্য সৃষ্টি তোমার কুদরতের প্রমাণ।
সৃষ্টি সমুদয় 'আল্লাহ' নামে
আর কোন উপাস্য নেই ধরা ধামে।
তোমার বাণী স্মরণ করি
অদৃশ্যে বিশ্বাস করি
নত শিরে জানাই দয়াময়,
এই মোর ঈমানের পরিচয়।
হাশরের বিচার দিবসে তুমি
দেখা দিবে বলে স্বামী
তোমার সাক্ষাৎ কামী
সেই আশায় আছি আমি।

ভুলিতে পারি না আমি

কেমনে ভুলিব আমি দয়ার নবীর নাম!
চিনেছি তাঁরই দয়ায় স্রষ্টা আমার
চিনেছি আখেরাত, জীবনের চলার পথ।
আখেরাতের কঠিন হাশর দিন
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ
পান করাবেন তিনি 'আবে কাওসার'।

www.pathagar.com

বলবেন তিনি "ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি"
শাফায়তের বাণী।
তাঁর মতো দরদী কেবা আছে আর!
মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন স্নেহশীল, দয়াবান।
পাঠালেন প্রভু মানুষের পরিত্রাণে
অজ্ঞ আঁধারে ধুঁকে মরা মানুষের শয়তান
তাঁরই আগমনে কাঁপিল শয়তান।
আঁধার জীবন পেল আলোর সন্ধান
কুফরী বক্ষ হলো তৌহিদী প্রাণ।

নবী (সা.) না এলে দুনিয়ায়

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
তুমি না এলে দুনিয়ায়
ভ্রমান্ধকারে মানুষ পথ হারা হইতো সবাই।
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
তুমি না এলে দুনিয়ায়
মানুষ শির্‌ক মূর্তি পূজা করিত সবাই।
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
তুমি না এলে দুনিয়ায়
মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতো না।
ইয়া খাতামুন্নাবীঈন সালামু আলাইকা
তুমি না এলে দুনিয়ায়
পবিত্র কুরআন নাযিল হইতো না দুনিয়ায়।
আল্লাহ্‌র নাম নেবার জন্য কেহ থাকিতো না দুনিয়ায়।
তোমার প্রতি আমার দরূদ ও ছালাম
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

মহামানবের পরশে

যে দিন ছিল দুর্যোগ ভরা বিশ্ব–
জ্ঞানহীন মানুষ ছিল দিশে হারা নিঃস্ব।
সর্বত্র ছিল মানুষের দুঃখ আর খেদ,
মানুষ আর পশুর মাঝে ছিল না তো ভেদ।
ধর্মভ্রান্ত মানুষ বস্তু পূজা করতো তারা।
শয়তানের তাড়নায় মানুষ ছিল বিবেক হারা।
এলেন বিশ্ব নবী (সা.) জাতির পরিত্রাণে।
বললেন তিনি, "নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ্ বিনে,
দেবতার চেয়ে মানুষ বড়,
দেবতার পথ পরিহার কর।
স্মরণ কর তোমার জীবন মরণের প্রভুর কথা,
যিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা"।
আঁধার হৃদয় পেল আলোর শিহরণ।
জাতির জীবনে তিনি আনলেন পরিবর্তন।
শতধা বিচ্ছিন্ন জাতির মাঝে
গড়লেন তিনি অপূর্ব সাজে,
গড়লেন প্রীতির বন্ধনে মহামিলন।
সভ্যতা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।
তাঁরই পরশে কাঁটা হলো ফুল
সে ফুলের সৌরভে দুনিয়া মশগুল।
এমন পরিবর্তন পারেনি কোন বীর,
পারেনি কোন রাজাধিরাজ ধীর।
তাই তিনি সর্বকালের মুক্তির দিশারী,
পথভ্রষ্ট মানুষের হয়ে অধিকারী।

www.pathagar.com

মা'বুদ স্মরণে-১

আসমান যমিনে যা কিছু দেখিতে পাই
তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছে সর্বদাই।
রবি শশী গ্রহ তারা তোমার আদেশ পালন করছে তারা।
সমস্ত সৃষ্টি তোমার প্রশংসায় আত্মহারা।
তোমার সৃষ্ট মহাবিশ্ব মহাবিস্ময়,
জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার বিষয়।
'হও' হুকুম মাত্র সৃষ্টি কর ইচ্ছামত,
কিছুই হয় না তোমার ইচ্ছা ব্যতীত।
পলকে বাদশা ফকির, ফকিরকে বাদশা কর
সাধ্য নাই কারো, তোমার কাজে বাধা দিবার
অসংখ্য তারকাখচিত আসমান
তোমার কুদরতের প্রমাণ।
তুমি আপন মহিমায় আরশে সমাসীন
তুমি উদয়াচল, অস্তাচলের মালিক মহান
ফুলের সুবাসে তোমার নাম
অদ্বিতীয় মা'বুদ তুমি সৃষ্টি তামাম।

রব নিরাকার

রব আমার প্রভু, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান
তোমার শক্তি মহিমা বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান।
তুমি সর্ব-শ্রোতা, সর্বদর্শী, তুমি অন্তর্যামী
গোপন আঁধারের সব খবর রাখো তুমি।
অদৃশ্যে তুমি দৃশ্যমান
নিরাকাররূপে তুমি আছ বিরাজমান।

www.pathagar.com

তোমার কুদরতে ইউনুছ নবী বাঁচে মাছের পেটে
তোমার কুদরতে ইব্রাহিম নবী বাঁচে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে।
তোমার কুদরতে নীল দরিয়া শুকিয়ে যায়
শত্রুর হাত হতে বাঁচতে মূসা (আ.) পথ খুঁজে পায়।
আবরাহার হস্তী বাহিনী ধ্বংস হয়
পবিত্র কাবা তোমার কুদরতে রক্ষা পায়।
মহাপ্লাবনে বাঁচাও তুমি নুহ নবীর তরী
রাসূলে (সা.) বাঁচাও শত্রু ঘেরা সত্তর গিরি।
আকাশের চাঁদ সূর্য তারা তোমায় স্মরি
তোমার মহিমা প্রকাশ করছে জনম ভরি।
নিরাকারের মাঝে তুমি থাকো সর্বময়
তোমার শক্তি মহিমা নিখিল বিশ্বময়।

পবিত্র রওজা স্মরণে

আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু
আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।
আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু
আলাইকা ইয়া শফিয়াল্লাহ্।
হে আল্লাহ্‌র রাসূল
তোমার দুয়ারে ভিখারী আমি
শাফায়ত ভিক্ষা চাই।
তোমার কাছে দীন-হীন উম্মতের
আরও চাই করুণা কৃপা।
তোমার রওজা শরীফ বেহেশ্‌তী উদ্যান
আরশের মর্যাদায় মর্তে মহীয়ান।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র হাবীব তুমি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন
পূর্ণতার মহামানব তুমি, খাতা মুন্নাবীঈন।
তুমি মানবের পরশমণি, ইসলামের দীপ্ত প্রদীপ
স্রষ্টার প্রশংসিত তুমি, সৃষ্টির সেরা।
তুমি রহমাতুল্লিল আলামীন– করুণার সাগর
ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শে তুমি মহিমা ভাস্বর।
আরশবাহী ফেরেশ্‌তাগণ পাঠ করে নিয়ত
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।
পবিত্র রওজা যিয়ারতে তব উম্মত কাঁদে অবিরত
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌।

রাসূল (সা.) স্মরণে-১

আঁধার হৃদয়ে জ্বালিলে তৌহিদের আলো
আল্লাহ্‌ ছাড়া নেই কোন মা'বুদ– বলো।
জাগিল ভুবন নব আলোকে
সত্য জীবন লাভয়া পুলকে।
সৃষ্ট তোমার নামে দুনিয়া তামাম
খাতামুন্নাবীঈন তোমার নাম।
তোমার চরণ-রেণু জগৎ করিল ধন্য
তুমি মানব জাতির চির বরেণ্য।
তোমার নামের সুধা 'আবে- কাওসার'
রোজ হাশরে স্বীয় উম্মত করিবে পার।
তোমার নামের সুধা 'আবে-যমযম'
জীবনের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়তম।
শত্রু তোমার দেহ করেছে রক্তে রঞ্জিত,
তবু তুমি সত্য প্রচারে হওনি বিব্রত।

www.pathagar.com

তোমার প্রেমে দুনিয়া মশগুল,
তুমি দো-জাহানের নেতা অতুল।
মানুষেরে ভালবেসে দেখালে সুপথ
হৃদয়ে গড়িলে স্রষ্টার ইমারত।
উৎকীর্ণ তোমার নাম আরশ-ফলকে
নবীর চেয়ে উম্মত তোমার ধন্য ভূলোকে।
আনিয়াছ কোরআন জীবন-বিধান
শান্তি ও কল্যাণ মানবতা মহান।
ধর্মে দিয়েছ জীবন-দর্শন
স্রষ্টা ও বান্দার পরিচয় বন্ধন।
আল্লাহর দীদারে গেলে আরশ মোয়াল্লা
নেই তোমার সমতুল্য কোন নবীউল্লাহ্।
তূরে উঠিল মূসা (আ.) পাদুকা খুলি
ধন্য হলো আরশ– তোমার পাদুকা ধুলি।
মিরাজ রজনীতে আনিয়াছ নামায
পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের মিরাজ।
তোমার মুজেযা মিরাজ-রজনী
মহাকালের তুমি মহা-বিজ্ঞানী।
তোমার রওজা শরীফ জান্নাতী উদ্যান
আরশের মর্যাদায় মর্তে মহীয়ান্।
স্মরিলে তোমার নাম ভয়ে কাঁপে জাহান্নাম
তোমার প্রতি আমার দরূদ ও সালাম
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকাল ঃ ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৩
শেরপুর সাহিত্য চক্রের ৮ম বার্ষিকী।

www.pathagar.com

বিশ্ব নবীর (সা.) জন্ম মুহূর্তে
মনোরম শুভ প্রভাতে
বিশ্ব নবী (সা.) এলেন জগতে।
সেই মহামুহূর্তে
মূর্তি যত গড়াগড়ি যায়
শয়তান করে হায়! হায়!
অগ্নি পূজকের অগ্নিকুণ্ড–
সেই মুহূর্তে যায় নিভে।
নিভে গেল বিশ্বে ছিল যত অগ্নিকুণ্ড
শুষ্ক হলো শ্বেত– সাগরের জল।
পারশ্য রাজের রাজ প্রাসাদের
ভেঙ্গে পড়ে চৌদ্দটি গম্বুজ।
রোম রাজের ঘনঘটা
বেজে উঠে বিদায়ের ঘণ্টা।
সাকার খোদা লাত, মানাত
উজ্জা, হোবাল আছে যত
ভয়ে কাঁদে বিদায় নিতে।
তৌরাত, জবুর, বাইবেল রহিত হলো–
কোরআন আসাতে।
হে পূর্ণতার মহামানব, তোমার প্রতি আমার
দরূদ ও সালাম–
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) স্মরণে-২

অনুপম চরিত্র তোমার, মধুর ব্যবহার
স্রষ্টার পরম প্রশংসিত তুমি, সৃষ্টির সেরা
মানবতার মহাবিজয়ী তুমি, ক্ষমায় অতুল
সৃষ্টির প্রথম তুমি, স্রষ্টার হাবীব।
সর্বজীবে করেছ দয়া, তুমি ছিলে স্নেহশীল
তৌহিদ প্রচারে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছ তুমি
তবুও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওনি কভু
বৃক্ষের শাখা নত হয়ে ছায়া দিতো তোমাকে।
মরু পথে চলতে মেঘ মালা ছায়া দানে
তোমার চলার পথ করতো অনুসরণ
বনের পশু তোমাকে চিনতো
মিথ্যা বলোনি জীবনে কোন দিন।
চরিত্র মাধুর্য, বিশ্বস্ত গুণ
তোমার ছিল আজন্ম ভূষণ।
পাপী তাপী উম্মতের চিন্তায়
একটি রজনী হয়নি তোমার সুখ নিদ্রা।
সত্যই তুমি পূর্ণতায় মহামানব, সাইয়্যেদুল
মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকীন,
রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন্নাবীঈন।

বিশ্ব নবীর (সা.) ইন্তেকাল

বারই রবিউল আউয়াল মহীয়ান
ঐ দিন মহা নবীর (সা.) তিরোধান।
বিশ্ব মুসলিম শোকে মুহ্যমান।

www.pathagar.com

একি আজ মহা শোক! মহা বিদায়!
মদীনা– কাবার পথে শোকাতুর হৃদয়!
নবী নেই, নবী নেই বলে কাঁদিয়া বেহুস সবে।
কাঁদে হেরাগুহা, কাঁদে খোরসাবাগ
ছাগ, মেষ, উট, দুম্বা নিরব নিঃস্তব্ধ মুখ
সাইমুম হাওয়া ধমকে দাঁড়ায় অবাক!
এ কথা শুনে উমর ফারুক ক্ষিপ্ত হয়ে–
মুক্ত কৃপাণ হস্তে নিয়ে– বলে
যে বলবে রসূল বেঁচে নেই
গর্দান লইব তার স্বহস্তে এক্ষণই।
হযরত উমর শোকে মুহ্যমান
তিনি সম্বিত হারা হন।
সান্ত্বনা দিবার সাহস আছে কার?
এহেন সময় রাসূলের চির সহচর
শান্ত কণ্ঠে বলেন আবু বকর।
মুহাম্মদ (সা.) রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন
বহু নবী রাসূল তাঁর পূর্বে করেছে গমন
তিনি তো তাঁদেরই মতন।
তিনি যদি করে থাকেন মৃত্যুবরণ
তবে কি তোমরা করবে পশ্চাদপসরণ?
কোরআনের বাণী শুনে উমর স্তম্ভিত হন
ফিরে পেলেন জ্ঞান, ধন্য হযরত আবু বকর
মানুষেরে ভালবেসে রাসূল করিলেন প্রয়াণ
আল্লাহ্‌র হাবীব, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে করিলেন প্রস্থান।

www.pathagar.com

সৃষ্টির সেরা

সৃষ্টির সেরা আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)
আরশে যার নাম পুলকে জাগায় শিহরণ।
সাত আকাশ ভ্রমণ পর তুমি–
পৌঁছালে এসে আল্লাহ্‌র আরশে–
দীদারে এলাহির।
শির্‌ক, মূর্তিপূজা মানুষ করত কত!
উচ্ছেদ করলে তুমি মানব অন্তর হতে।
জ্বালাইলে আল্লাহ্‌র দীপ
মানবের অন্তরে।
আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন উপাস্য ইলাহ্
আসমান ও যমিনে–
আল্লাহ্‌র এই মহান বাণী ছড়াইলে জগতে।
প্রথম সৃষ্ট তুমি, স্রষ্টার প্রিয়জন,
তোমার প্রতি খুশী হয়ে দরূদ পড়েন–
আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন।

বদর রণাঙ্গন

জীবন, ধর্ম, ইজ্জত বিপণ্ন যখন
জিহাদ ছাড়া উপায় থাকে না তখন।
কাফেরদের অত্যাচারে মক্কা হতে
মুসলিমগণ মদীনায় করেছে প্রস্থান
তবু নহে ক্ষান্ত ইসলামের দুশমন।
ধরা পৃষ্ঠ হতে নির্মূল করতে চায়
এটাই তাদের ষড়যন্ত্র, অভিপ্রায়।

www.pathagar.com

জীবন মরণের মুখোমুখি যখন
জিহাদ ছাড়া নেই কোন উপায় তখন।
মুসলিম জাতির প্রথম অভিযান–
বদর রণাঙ্গন
মুষ্টিমেয় নও মুসলমান
আল্লাহ্‌র রাহে নিবেদিত প্রাণ।
এক আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন মা'বুদ
এই বিশ্বাস, এই তাদের হিম্মত
বিপক্ষ বাহিনী– মূর্তিপূজক, বেদ্বীন কাফের।
এসেছে মক্কার যত বীর বাহাদুর
হাজার সেনা, বিপুল সমারোহে
প্রচুর খাদ্য সম্ভার সঙ্গে নিয়ে
দেবতার নাম ভরসা করে।
তবুও তাদের অন্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভয়
কেউ বা বলে– বৃথা রক্তক্ষয়।
কারো মনে জাগে মরণের সংশয়
হাকীম দুরদর্শী জ্ঞানী, যুদ্ধ করতে ত্যাগ
প্রস্তাব করলো সেনাপতি উত্‌বাক।
উতবা মেনে নিলে এ প্রস্তাব
দুরাত্মা আবু জাহেল করল প্রতিবাদ।
তার আদেশে সৃষ্টি হলো উত্তেজনা
মতান্তরে যুদ্ধের হুকুম হলো ঘোষণা।
পড়ে গলে সাজ সাজ, তবুও অন্তরে ভয়
কেন ভয়! কেবা এ ভাব জাগায়?
আনছার, মুহাজেরিন মিলে আবু বকর,

www.pathagar.com

সাদ, মেকদাদ ভক্ত প্রবীর, আশ্বাস দিলেন
"আপনার নির্দেশে অতল সাগরে
ঝাঁপাইয়া পড়তে কুণ্ঠাবোধ করবো না মোরা।
মৃত্যু যদি আসে, আল্লাহ্‌র পথে জীবন দিব–
এই মোদের ঈমানের পরিচয়"।
এইদিকে মুসলিম– সত্য, ন্যায়ের আলোর দিশারী
অন্যদিকে বাতিল, কুফর, আঁধারের হাতছানি।
বিতাড়িত করতে আল্লাহ্‌র দুশমন
ঈমানে বলীয়ান তিনশত তেরজন।
সত্যের প্রমাণ করবে তারা যুদ্ধের
মরণের আগে পরিচয় আমাদের এই–
শত্রুর হাতে প্রাণের নবীকে তুলে দিতে না চাই।
নিশীথে শান্তি বারি বর্ষণ হলো প্রচুর
আল্লাহ্‌র করুণার এ এক নিদর্শন।
দয়ার নবী– শত্রু কারো নয়
মিনতী কণ্ঠে ফরিয়াদ জানায়–
"হে জগতের প্রভু, তোমার পথে–
তোমাকে স্মরণ করতে– বাধা দিতে যারা চায়
তুমি কি রক্ষা করবে না দয়াময়!
ওগো দয়াময়, মুষ্টিমেয় মুসলমান
যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
তোমার নাম নিবার আর কেহ
থাকবে না দুনিয়ায়।
ওগো দয়াময়, রক্ষা কর তোমার প্রতিশ্রুতি
এই জানাইছি মিনতি"।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র বাণী নাযিল হলো তখন
পেলেন আশ্বাস, যুদ্ধ জয়ের পূর্বাভাস
"কুরাইশ বাহিনী পরাজয় হবে
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে"।
যুদ্ধের ময়দান, উতবা সেনাপতি প্রধান
সম্মুখ সমরে হলো ধাবমান
মহাবীর হামজা আল্লাহু আকবার–
হুংকার দিয়ে আঘাত হানলো উতবাক
হামজার আঘাতে উতবা করলো মৃত্যুবরণ।
ওয়ালিদ– আলীর শুরু হলো লড়াই
আলীর আঘাতে ওয়ালিদ হলো ধরাশাই।
শায়বাকে আলী কতল করে, দুনিয়ার সাধ
স্তব্ধ করে চিরতরে।
উবায়দা নামে 'আবু কুরশ' জাহির করিয়া
তামাম প্রতিশোধ লইবে যুদ্ধ করিয়া।
হযরত যুবাইর– সে দুরাশা বর্শার আঘাতে
খতম করলো চিরতরে।
এই বর্শা মর্যাদা পেল রাসূলের (সা.) হাতে
চিরস্মরণীয় হয়ে রইল মুসলমানদের চিতে
এবার শুরু হলো তুমুল সংগ্রাম।
আল্লাহ্ মদদ করলেন ফেরেশতার দ্বারা
ঘোড় সওয়াররূপে জিহাদ করেন তারা।
মুসলিম সেনারা দেখেন স্বচক্ষে, চিনতে না পারে
বিপক্ষ কাফের দল দেখে তারা বার বার
আছে তারা যত, মুসলিম দ্বিগুন তার
চক্ষে লাগা ধাঁধা।

www.pathagar.com

এবার দেখ আবু জাহেলের পরিণাম
নেতা শ্রেষ্ঠ, সর্বজন সম্মানিত মক্কার।
জাগে সবাই ইসলামের ঘোর দুশমন
এই পাপীষ্ঠের হুকুমেতেই যুদ্ধের কারণ।
মায়ায-মোয়ায দুই ভ্রাতা, ক্ষিপ্ত বাহাদুর
সন্ধান করছে দুই ভাই, পায় কি না একবার
চিরতরে করবে খতম, মনে প্রাণে এই আশ
এহেন সময় আবু জাহেলকে দেখতে পায়।
সুযোগ বুঝিয়া দুই ভাই– ঝাঁপিয়া পড়ল
হত্যা করতে, তলওয়ারের আঘাতে হলো ভূতলশাই
আবু জাহেলের সাঙ্গ হলো দুনিয়ার বড়াই।
আবুল বুখতারী– জাতির দরদী, বাহাদুর ভারী
মায়ায-মোয়ায তরবারীর আঘাতে– জাহান্নামে সে দিল পাড়ী।
হযরত উবায়দার আশা শাহাদাতের
সে আশা পূরণ হলো তার–
খালক পুত্র উমাইয়া, ইসলামের ঘোর দুশমন
সুযোগ পাইয়া হত্যা করল আনছারগণ।
যুদ্ধের ভয়াবহ দর্শন করি কাফেরগণ
আতংকে করে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
সমর নেতা যত হলো নিহত
আহত শতশত।
কাফের সত্তরজন হলো নিহত
বন্দী হলো অনুরূপ তত।
রসদপত্র, বহুত যুদ্ধাস্ত্র ফেলিয়া
শোকাতুর হৃদে ধরল মক্কার পথ।

www.pathagar.com

মুসলিম পক্ষে চৌদ্দজন মুজাহিদ
করলেন শাহাদাতবরণ।
"বলো না মৃত তারা, তারা চিরঞ্জীব"
চিরস্থায়ী জান্নাত তাদের বাসস্থান।
যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে নবীজী (সা.) করিলেন সদ্ব্যবহার
জগতের ইতিহাসে এমনটি বিরল।
যুদ্ধ বন্দী ভাবে হায়! এমন উদার হৃদয়
খেজুর খাইয়া তারা, রুটি খাওয়ায়
জামা কাপড়ের যতছিল অভাব,
তাহাও পূরণ করিল সব।
যুদ্ধের খবর যখন মক্কায় পৌছিল
পড়ে গেল ঘরে ঘরে ক্রন্দন রোল।
লজ্জায় মরে তারা, কি করে কাঁদে!
আইন হলো জারি, কাঁদিবেনা কেহ
কঠোর হলেও শোকে বিহবল।
মুখে হাসি, চোখে জল, বক্ষে ক্রোধানল
বদর রণাঙ্গন, "চরম মীমাংসার দিন"
সত্য ও মিথ্যার প্রমাণ।
বদর রণাঙ্গন, চরম পরীক্ষার দিন
এ কারণে জিহাদে যারা করেছে গমন
'বদরী' নামে তারা চির অম্লান।
জীবনের সবগুনাহ আল্লাহ্ করে দেন মাফ
বেঁচে থাকা জীবনে যত হউক পাপ
প্রতিশ্রুতি দিলে আল্লাহ্ সব করবেন মাফ।
বদর রণাঙ্গন এনেছে অভিনব প্রাণ
মহা বিস্ময়, মুসলিম জাতির উত্থান।

www.pathagar.com

উহুদ রণাঙ্গন

মুসলিম জাতির দ্বিতীয় রণপ্রান্তর
উহুদ রণাঙ্গন
একদিকে আল্লাহ্‌র সৈনিক মুসলমান
সাচ্চা দীল, দুর্জয় বাহু, দৃপ্তপ্রাণ।
জিহাদে শহীদ– অমর জীবন
বেহেশ্‌তী সুধা করবে পান
কায়েম করবে আল্লাহ্‌র দ্বীন
কোরআন-এর বাণী, আল্লাহ্‌র বিধান।
স্রষ্টার হাতে জীবন মরণ
এই বিশ্বাসের প্রেরণায় পান
বাঁচলে গাজী, বিজেতা বীর
এই আনন্দে জীবন ভরপুর।
প্রাণ ভরে তোলে ধ্বনি– আল্লাহু আকবার
সাতশত সাহাবী রাসূলের (সা.) সৈনিক
আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দিতে নির্ভীক।
প্রতিপক্ষ দল মূর্তি পূজক, তিন হাজার সৈনিক
হোবাল দেবতার জয়ধ্বনি দিয়া যুদ্ধে নামিল
দলের প্রধান আবু সুফিয়ান
মুসলিম বাহিনী– চাহে তারা আল্লাহ্‌র করুণা দান
করেছে তারা আল্লাহ্‌র 'পর আত্মসমর্পণ।
চাহে তারা আল্লাহ্‌র মেহেরবানী,
এই তরঙ্গ খেলতে ছিল– প্রত্যেকের হৃদয় অন্তর
আবু– দাজানা, আলী, হামজার হুংকারে
কেঁপে উঠে কাফেরদের অন্তর।

www.pathagar.com

হামজা, হানযেলার কৃপাণ–
সম্মুখ সমরে শত্রু নিপাত করে–
শাহাদাত বরণ করলেন চিরতরে
জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম
যদি শহীদের সুযোগ পাইতাম।
আল্লাহ্‌র সৈনিক মুসলমান
শাহাদাত বরণ করতে জানে
পরাভব স্বীকার নাহি খানে।
অমিত তেজে, শানিত কৃপাণ ঝঞ্জারে
তৌহিদের ধ্বনি– আল্লাহু আকবার–
ত্রাসের সঞ্চার করে– কাফেরদের অন্তরে
পলায়ন করলো মূর্তি পূজকগণ
ছাড়িয়া যুদ্ধের ময়দান।
হেনকালে মুসলিম সেনা দলে
খেয়াল চাপিল খণে
কাফেরদের ফেলে খাওয়া দ্রব্য সংগ্রহে
অস্ত্রখাপে পুরে, সংগ্রহ কাজে হলো ব্যস্ত।
উহুদ পাহাড়ের গিরিপথে
পঞ্চাশজন তীরন্দাজ ছিল নিযুক্ত
উহুদ পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক থেকে
বহিরাক্রমণ বাধা দিতে
আবদুল্লাহ্ বাহিনীর প্রধান।
রসূলের (সা.) আদেশ ছিল–
যুদ্ধে জয় হলেও তারা থাকবে অবিচল
দুর্ভাগ্য হায়! রাসূলের (সা.) আদেশ অমান্য করি

www.pathagar.com

সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া
দ্রব্য সংগ্রহে হলো রত।
সুযোগ বুঝিয়া মহাবীর খালেদ
উহুদ পাহাড়ের আড়াল হতে
আক্রমণ চালায় বীর বিক্রমে
দেখা দিলো এবার মুসলমানদের পরাজয়।
আঘাতে জর্জরিত, শাহাদাত বরণ করলো কত!
শোকের ছায়া নেমে এলো হায়!
রাসূল নাই, রাসূল নাই বলে শোকে মুহ্যমান।
হায় কি ভয়াবহ মুছিবত দৃশ্য!
লৌহ মানব উমর ভেঙ্গে পড়ে– হায়!
অস্ত্র ফেলে জবাব দেয়–
"যুদ্ধ করে আর কি হবে?
রাসূল বিহনে– কি করবে জীবনে"?
ভক্ত প্রবণ ইবনে নযর রাসূলের (সা.) শোকে বলে
"আমরা তবে জীবিত থাকবো কোন্ সুখে"?
এই বলে তিনি– নামলেন জিহাদে।
একাই সহস্র এই হিম্মত হৃদে
বহু কাফের খতম করে,
ক্ষত বিক্ষত দেহ, অবসন্ন প্রায়
শাহাদাত বরণ করলেন শেষে।
ধন্য রসূল প্রেমিক, ধন্য তার প্রাণ,
মরণে তাহাই তিনি করিলেন প্রমাণ।
এহেন সময়, রাসূলের আহবানে
মুহাজেরিন, আনছারগণ এলো সব ছুটে

www.pathagar.com

শত্রুর তীব্র আক্রমণে নবীজী (সা.)
বহু আঘাতে আহত।
প্রস্তরের আঘাতে একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়
শিরস্ত্রাণের কড়া চোয়ালে বিদ্ধ হয়
নীচের ঠোঁটে ভেতরে জখম হয়
নবীজীকে পেয়ে সব দুঃখ কষ্ট
ভুলে যায় সবে।
যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান বিজয় গর্বে বলে–
"আছেন কি মুহাম্মদ, উমর, আবুবকর"?
জবাব না পেয়ে বলে, "সবশেষ তবে,
হোবাল দেবতা উচ্চরবে"।
এ কথাগুলো, রাসূলের (সা.) আদেশে
সাহাবীগণ বলেন, "আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ সে"।
পুনঃ আবু সফিয়ান বলে, আমাদের উজ্জা আছেন,
তোমাদের নেই।
সাহাবীগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ আমাদের প্রভু আছেন,
তোমাদের সে প্রভু নেই।
আবু সুফিয়ান বলে, এবার বদরের প্রতিশোধ
পরাজয়ের কারণ বুঝিল না নির্বোধ।
কাফের রমণীগণ, মৃত লাশ করি দর্শন
নাশিকা, কর্ণ করলো কর্তন
হিন্দা হামজার (রা.) বক্ষ বিদারণ করি
কলিজা করিল চর্বন
এ কারণে হিন্দা 'কলিজা খাদক নামে অভিহিত'
সত্তর জন বীর মোজাহিদ করে শাহাদাত বরণ।

www.pathagar.com

দাফন কাফন কার্য করিয়া সমাপন,
রাসূল (সা.) ফিরিলেন মদীনা পানে
শোকের খবর পৌঁছিল সকলের কর্ণে
পিতা-পুত্র, স্বামী, ভ্রাতার শোকে
অশ্রু জলে, ক্রন্দন রোলে মদীনা ব্যথাতুর।
রাসূল (সা.) মর্মাহত প্রিয় চাচা হামজার শোকে
শোকে সবাই বিলাপ করে–
গুণ গরিমার শোক গাথা সুরে
আজি হায়! হামজার শোক করিবার কেহ নাই!
রাসূলের আক্ষেপে সকল আনছার পরিবার
কাঁদে জারে জার।
ক্ষণিকের পরে রাসূল (সা.) দোয়া করিলেন সকলের তরে
রাসূলের নির্দেশ, কাঁদিবে না কেহ এমন করে
নবীজীকে পেয়ে সকল বেদনা ব্যথা গেলেন সবে ভুলে
ক্ষতবিক্ষত দেহ মনে, আনন্দের ঢেউ গেলে।
জয়ের মাঝে পরাজয়, এনহে পরাজয়
কঠিন শিক্ষা পেয়েছিল তারা
নেতার আদেশ অমান্য করে
পরবর্তী জীবনে তারা হয়েছিল দুর্দমনীয় রণবীর।

মুতার জিহাদ

রাসূল (সা.) পাঠালেন ইসলামের দাওয়াতলিপি
শারজিল বরাবর–
পত্রবাহক হারেছ ইবনে উমাইর (রা.) সাহাবী
শারজিল পত্র পাঠে ক্রুদ্ধ হয়ে পত্রবাহক সাহাবীকে

www.pathagar.com

হত্যা করলো দ্বিধা সংকোচ না করে।
শারজিল বসরার শাসনকর্তা
বসরা সিরিয়ার অন্তর্গত
সিরিয়া রোম সম্রাটের অধীন।
মুসলিম জাতির প্রতি শারজিল হানলো চরম আঘাত
"প্রতিশোধ নিতে হবে" সংকল্প নিলেন রাসূল (সা.)
তিন হাজার মুজাহিদ জিহাদে হলো শামিল।
একথা শুনে শারজিল, লক্ষ সেনা করলো মোতায়েন
মুসলিমগণ পরামর্শে হলো ব্যস্ত
রাসূলের (সা.) কাছে এ খবর পৌঁছাতে হবে।
সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)
প্রাণভরা হিম্মত নিয়ে বললেন তিনি– আহা!
তোমরা তো এসেছ শহীদি মর্তবা নিতে
শত্রুর সংখ্যাধিক্যে ভয় কি তাতে!
দ্বীনের জন্য জিহাদ করবো মোরা
জিহাদ করবো মোরা দু'টি কারণে–
একটি মোরা করবো লাভ নিশ্চয়!
শাহাদাত বরণ অথবা জয়।
হযরত আবদুল্লাহ্‌র উৎসাহ উদ্দীপনা ভাষণে
হিম্মত জাগে মুসলিম বাহিনীর প্রাণে
ঈমানের তেজে তারা হলো বলীয়ান।
লক্ষ সেনার মোকাবেলা– তিন হাজার মুসলিম সেনা
লড়াই শুরু হলো মুসলিম সেনা–
প্রথমে যায়েদ (রা.) অধিনায়ক, পতাকা হস্তে,
শহীদ হলেন তিনি কাফের উৎখাতে।

www.pathagar.com

জা'ফর (রা.) হলেন অধিনায়ক, পতাকা হস্তে,
সম্মুখ সমরে জা'ফর হলেন উদ্যত,
প্রচণ্ড আক্রমণে জা'ফরের দক্ষিণ হস্ত,
শত্রুর তরবারীর আঘাতে হলো দ্বিখণ্ডিত।
বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধরি হলেন অগ্রসর
সে হস্ত কাটা গেল শত্রুর আঘাতে
পতাকার রাখিতে মান–
কোলে লইয়া পতাকা রাখিল উড্ডীন।
ক্ষণকালে পরে শত্রুর তরবারীর আঘাতে
তার দেহ হলো দ্বিখণ্ডিত।
জা'ফর শহীদ হলে, আবদুল্লাহ্ তখন–
অধিনায়করূপে পতাকা করিল উড্ডীন।
আবদুল্লাহ্ শহীদ হলে, খালিদ তখন
অধিনায়করূপে পতাকা করিলেন উড্ডীন।
এ খবর রাসূল (সা.) অহী মারফত হলেন জ্ঞাত
যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর নয়নপটে
আয়নার মত ভেসে উঠে
করুণ দৃশ্যে তিনি হলেন অশ্রুসিক্ত
রাসূলের (সা.) গণ্ডদেশে বহিছে অশ্রুধারা।
রোম সম্রাট হিরাকল
প্রস্তুত রেখেছে লক্ষ সেনা,
প্রয়োজন মুহূর্তে করবে যোগদান।
রণবীর খালেদ পড়লেন ভীষণ চিন্তায়
কি করে বাহিনী বাঁচিয়ে আনা যায়
খালেদের রণ-কৌশলে, আল্লাহ্র কৃপায়,

www.pathagar.com

সাতদিন যুদ্ধের পর, রণে হলো জয়।
অতঃপর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ত্যাগ করে
মুসলিম বাহিনীর তের জন শহীদ হয়
বিপক্ষের নিহত সংখ্যা জানা দুষ্কর হয়।
শত্রু নিপাত করতে খালেদের হস্তে,
নয়খানি তরবারী ভেঙ্গে খান খান
শত্রুর হতাহত তাতেই প্রমাণ।
খালেদ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রণবীর
জীবনে তিনি কোন যুদ্ধেই হননি পরাজয়
'আল্লাহ্‌র তলওয়ার' নামে তিনি হলেন বিভূষিত
'সাইফুল্লাহ্' নামে তিনি জগতে খ্যাত।
শত্রুর তরবারীর আঘাতে জা'ফরের (রা.) দেহ,
সম্মুখে নব্বইটি স্থান ক্ষত বিক্ষত।
জা'ফর (রা.) আল্লাহ্‌র রাহে জীবন করেছেন কোরবান
জা'ফরের (রা.) হস্তদ্বয় আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হওয়ায়
আল্লাহ্‌র কৃপায়– হস্তের বিনিময়
দু'টো ডানা দিলেন আল্লাহ্ দয়াময়
ফেরেশ্‌তাদের ন্যায় বেহেশ্‌তে উড়ে বেড়াবার
উড়ন্ত জা'ফর নামে তিনি আখ্যায়িত
দুই হস্তের বিনিময়– দুই ডানায় সম্মানিত।

খাদিজাতুল কোবরা

খাদিজা রমণী বিদুষী, ধনী
আরবের বুকে খ্যাতিমান তিনি
নবীজীর (সা.) প্রথম সহধর্মিণী

www.pathagar.com

প্রথমে ঈমান আনলেন তিনি।
বিদগ্ধ ধরণীর সঞ্চিত ব্যথা,
বহু প্রতীক্ষিত সৃষ্টির পূর্ণতা,
অজ্ঞ আঁধারে বুকে মরা মানবাত্মা
সত্যালোকে সন্ধান পেল আপন সত্তা।
কুফরী অন্তরে জ্বালালে নূরের বাতি
হে প্রাতঃ স্মরণীয় খাদিজা মহামতি!
বিশ্বে প্রথম মুসলিম রমণী।
জগৎ বরেণ্য নারীকুল শিরোমণি
অতুল বিভব ইসলামের খাতিরে
সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে অকাতরে।
অবশেষে দীন বেশে
দাঁড়াইলে দীন দুঃখীর পাশে
হে সেবিকা সম্রাজ্ঞী, দেখেছি তোমাকে
আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে–
শত্রুর আঘাতে জর্জরিত নবীজীকে–
দিয়েছ তোমার প্রেমের পরশে সান্ত্বনা,
দিয়েছ শক্তি, দিয়েছ সাহস, নবপ্রেরণা।
হে মহীয়সী খাদিজাতুল কোবরা,
তোমার পরশে ধন্য বসুন্ধরা।
তোমার গর্ভের নন্দিনী ফাতিমা-জোহরা
নারী জাতির খাতুনে জান্নাত
বিশ্ব নবীর (সা.) বংশের বাতি
চিরভাস্বর, চির এ জ্যোতি।

www.pathagar.com

পুণ্যময়ী হাজেরা

ইব্রাহিম নবীর ছিল দুই পত্নী 'সারা ও হাজেরা
অতীত ইতিহাস স্মরণ করিছে তারা
পরমা সুন্দরী সারা, বাদশার দুহিতা
হাজেরা সুন্দরী সতী, একাগ্রতা।
হাজেরার গর্ভে জন্ম নিলেন ইসমাঈল
জননীর নয়নমণি, পিতার দুলাল
হিংসা হল সারার অন্তরে
নির্বাসন দিতে হবে তারে।
কথা শুনে ইব্রাহিম স্তব্ধ বিমূঢ়!
সারার আদেশ, বড়ই ব্যথাভরা নির্দয়
হায়রে ভাগ্যহতা হাজেরার জীবন!
নিয়তির বিধান বোঝা বড় কঠিন।
সারার আদেশ করতে পালন,
খোদার নির্দেশক্রমে নির্বাসনে করলেন গমন।
মরু পথে অজানার সন্ধানে–
বহির্গত হলেন বাড়ী হতে নির্বাসনে।
ইব্রাহিম নবী রেখে গেলেন হাজেরাকে মক্কার
জনমানবহীন উষর মরুবুকে
সম্বল কিছু রুটি, পানির মশক আর।
হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন ইব্রাহিমকে
কোন কারণে রেখে যাচ্ছেন মোদেরে?
ইব্রাহিম কোন জবাব দিলেন না– হাজেরাকে।
পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন ইব্রাহিমকে–
এ কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ?

www.pathagar.com

ইব্রাহিম নবী বলিলেন– হ্যাঁ।
সান্ত্বনা পেলেন হাজেরা, বলিলেন তিনি
তবে এর মধ্যে আল্লাহ্‌র মহান উদ্দেশ্য–
আছে নিহিত।
অসহায় নারী মরুর বুকে কাঁদে হাহাকার!
কি সে করুণ দৃশ্য!
কে জানে এর রহস্য?
ফুরিয়ে গেছে পানি, বাঁচে না শিশু পুত্র।
হাজেরার জীবনের অসহায় মুহূর্ত!
সাহায্য দিবার নেই তথা কেউ
অদূরে পানির সন্ধানে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে
ছুটা ছুটি, ওঠা নামা করিলেন বারে বারে!
নাই কোথাও পানি, ছুটলেন পুত্রের দিকে–
ব্যথা ও বেদনা ভরা বুকে।
দেখলেন এসে অপূর্বদৃশ্য!
স্রষ্টার অপার করুণার রহস্য
শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে
ঝরণা ধারা বহিছে বালুকাতে।
হাজেরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে
আবে যম্‌ যম্‌ বলে–
তুলে নিলেন পানি– আল্লাহ্‌ বলে,
পান করালেন শিশু পুত্র ইসমাঈলেরে।
যম্‌ যম্‌ কূপ ইতিহাস হয়ে আছে
সারা বিশ্ব মাঝে
পান করিছে সবে প্রাণ ভরে

www.pathagar.com

সকাল, সন্ধ্যা ও সাঁঝে।
কুদরতী এ কূপের পানি–
মহান আল্লাহ্‌র দান
বিশ্ব মুসলিম মক্কা শরীফে এ
পানি করেন পান।

এলো সেই কোরবানী

একদা রজনী কালে
স্বপ্ন দেখেন নবী ইব্রাহিম;
"কোরবানী কর তোমার প্রিয়বস্তুকে"।
কোরবানী করলেন তিনি দু'শত উট
আল্লাহ্ এতে সন্তুষ্ট নন।
এমনিভাবে স্বপ্ন দেখেন তিনবার
কোরবানী করলেন যথার্থই ইব্রাহিম (আ.)।
শেষবারে ইঙ্গিত পেলেন
"কোরবানী কর তোমার প্রিয়বস্তুকে"।
বিবি হাজেরাকে বললেন সব কথা
আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশে ইসমাঈলকে–
দিতে হবে কোরবানী।
তোমার অভিমত কি– এতে
হাজেরা জানালেন-
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক।
এ আমার গৌরব, নেই কোন খেদ
মরু জীবনের একমাত্র সম্বল,
সবচেয়ে প্রিয়, হৃদয়ের বল

www.pathagar.com

তবুও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণে–
সুদৃঢ় মনোবল।
ধৈর্য, ঈমানে কতনা অটল!
অতঃপর বললেন ইসমাঈলকে,
"বাছা, মানিবে কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ"?
পিতার কথায় ধর্মবীর ইসমাঈল–
বললেন, "এই নিন আমার মাথা হাজির"।
পুত্রের সম্মতি পেয়ে পিতা হলেন আশ্বস্ত
কোরবানীর উদ্দেশ্যে পিতা পুত্র নিলেন প্রস্তুতি।
জননী গোসল করায়ে, উত্তম কাপড় পরায়ে,
আতর, সুরমা লাগায়ে–
শেষে পরিপাটি করে পাঠালেন ইসমাইলকে।
চললেন পিতা পুত্র দূর নির্জন স্থানে
যেখানে বাধা দিবার কেউ নেই।
পথে যেতে বাধা দিলে শয়তান
তোমাকে জবাই করবে, সাবধান!
শয়তান তাড়ালেন কংকর ছুড়ে
ইসমাঈল বললেন, "খোদার হুকুম–
তাঁর পথে করেছি আত্মসমর্পণ,
ভয় কি তাতে"?
শেষে মিনায় পৌছিলেন এসে
ইসমাঈল প্রস্তুত হলেন– আল্লাহ্‌র রাহে
শোয়ালেন কোরবানীর উদ্দেশ্যে।
ছুরির নীচে মাথা দিয়ে– বললেন ইসমাঈল,
"আব্বাজান, মরণকালে আমার কথা শোনেন–

www.pathagar.com

পিতৃ স্নেহ-এ কাজে বাধা দিতে পারে।
প্রথমে আমার বেঁধে নিন হাত, পা
এক ফোটা রক্ত যেন না লাগে আপনার কাপড়ে
হাশরের দিনে কষ্ট পাব তবে।
আর আমার শেষ মিনতি– আমার দুঃখিনী
জননীকে ছালাম জানাবেন, রক্তমাখা
জামা দিবেন তাঁকে
আমার স্মতি স্মরণ করবেন জীবন ভরে"।
ইসমাঈলের ইচ্ছামত সব কাজ সেরে
ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র নামে ছুরি চালালেন
পুত্রের গলে।
কিন্তু হায়! ছুরির কি সাধ্য আছে কাটতে পারে?
ইব্রাহিম ক্রুদ্ধভরে ছুরি ফেলে দিলেন দূরে
ছুরির আঘাতে একটি পাথর
কেটে হলো তিন খণ্ড।
পুনরায় ইব্রাহিম পুত্রের গলে
ছুরি চালালেন জোরে–
এহেন সময় জিব্রাঈল (রা.) ধ্বনি দিলেন–
"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"।
এ ধ্বনি শুনে ইব্রাহিম (আ.) জবাব দিলেন,
"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"।
ইহা শুনে ইসমাঈল বললেন
ওয়াল্লাহু আকবার।
ফেরেশতাগণ সমস্বরে
"অলিল্লাহিল হাম্‌দ" বলে।

www.pathagar.com

এহেন সময় স্বর্গীয় বাণী হল
"ওগো ইব্রাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে
দেখিয়েছ সত্যে পরিণত করে
আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে
এইভাবেই করে থাকি পুরস্কার প্রদান"।
হযরত ইব্রাহিম চোখ খুলে দেখেন–
একটি দুম্বা তারই ছুরিতে হয়েছে কোরবান।
এমনি করে তেরো বছরের শিশু ইসমাঈল
বিজয়ী হলেন আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেয়ে
আল্লাহ্ বলেন, "আমি ইসমাঈলের ওছিলায়
এক মহা কোরবানীর বিধান দিলাম জগতে"।
ধন্য ইসমাঈল 'যবীহুল্লাহ'
ধন্য ইব্রাহিম 'খলীলুল্লাহ'
চরম ত্যাগের পরিচয় দিলেন ইসমাঈল
মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে ফেরেশ্‌তারা হার মানে।
দশই যিলহজ্জ মহিমান্বিত এই সে দিবস
বিশ্ব মুসলিমের স্মরণীয় ইতিহাস
এই দিবসেই সংঘটিত হয়েছিল সেই মহোৎসব।
সেই দিন হতে ওয়াজিব হলো মুসলিম জাতির পরে
ইসমাঈলের আত্মত্যাগের এ সেই কোরবানী
ত্যাগে, ধৈর্যে কুড়ে নাও সবে আল্লাহ্‌র মেহেরবানী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষের পরিচয়

মানুষ হলেই মানুষ বলা যায় না
মানুষ তো ফেরাউন, সাদ্দাদ, নমরূদ ছিল
কেন তারা খোদার অভিশপ্ত হলো?
এই তো মানুষের পরিচয় নয়
দয়ার নবীর (সা.) পরশ পেয়ে
কত মানুষ পথ পেল
আবু জাহেল কেন জাহান্নামে গেল?
মানুষ হলেই মানুষ বলা যায় না
মানুষের চাই মানবতা, মনুষ্যত্ব,
দয়া, মায়া, সেবার হস্ত।
মানুষ তাকেই বলে স্রষ্টার সৃষ্টিতে
বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে আপন কাজ করে।
জীবন ও পাথেয়
আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাবে
বিষয় সম্পদ পড়ে রবে।
মহাকালের কঠিন স্রোতে
ভেসে যাব কোন অনন্তে।
কিছুই আমার উপকারে
আসবে না আর মৃত্যুর পরে।
কেবল আমার সহায় সম্বল
পুণ্যকর্মের প্রতিফল–

www.pathagar.com

আপন হবে কবর, হাশর,
মহাজীবন জান্নাতের।

স্রষ্টার সমীপে

আমার ব্যথা তোমার কাছে
পাঠাই প্রভু নত শিরে
জীবন সাঁঝে শেষ নিমিষে
তোমার করুণা কৃপা স্মরণ করে–
যেতে পারি দয়াময়।
পাপ করেছি বেশুমার
তোমার দয়া ব্যতীত গতি নেই আমার
ভয় হয় আঁধার কবর
হাশর, মিযান, পুলসিরাতের।
তোমার ক্রোধে আমি
যেন না পড়ি প্রভু
এই করুণা তোমার কাছে
নতশিরে জানাই প্রভু।
ওগো মহাহাকিম
মহাবিচার দিন
কাহহার নামে হইবে কঠিন
আমি স্মরণ করিব তুমি–
রাহমানির রাহীম, করুণার আঁধার।
তোমার করুণা দান
করিও মহাহাকিম।
রোজ হাশরের বিচার দিন

www.pathagar.com

আখেরী নবীর (সা.) উম্মত মোরা
এই নসীব করিও মা'বুদ।
তোমার দয়া, মানুষের ভালবাসা নিয়ে
ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও দয়াময়।

মুসলিম জাতি

আল্লাহ্ মোদের শিক্ষা দিলেন
পাক কুরআনের বাণী
যে কালেমায় দীক্ষা দিলেন
বিশ্বের রব্ তিনি।
তিনি ছাড়া নেই কোন মা'বুদ
করতে নত শির
করতে নত জানি না মোরা
শির্ক যেন্দেগীর।
তৌহিদ যাদের ঈমানীতেজ
শক্তি হিম্মত অগ্নিময়,
কোথা সে খালিদ, তারিক, মূসা–
গড়েছে বিশ্ব সভ্যতায়!
কোথা সে আল্লাহ্র সৈনিক
বাঁচার চেয়ে হতে চায় শহীদ
কোথা সে মর্দে মুজাহিদ
কোথা সে বদরী হুংকার
কোথা সে তাক্বীর
হাতের অস্ত্র খসে পড়ে তো শত্রুর–
শুনিয়া তাক্বীর– আল্লাহু আকবার!

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ছাড়া ভয় করিত না যারা,
শাহাদাত যাদের অমর জীবন
কে আছে আজ নেতৃত্ব দিতে
করতে পারে জাতির প্রাণ উজ্জীবন?

সৃষ্টির সেরা

মৃত্যুর ভয় করি না আমি
সম্মুখে চলতে চাই।
সৃষ্টির সেরা মানুষ আমি
আমার পরাভব নাই।
আল্লাহ্ আমার মা'বুদ
নবী আমার মুহাম্মদ (সা.)।
আল কুরআন আমার পথের নির্দেশ
ইসলাম আমার মনোনীত দ্বীন।
তৌহিদ আমার হৃদয়ের দ্যুতি
মুসলিম আমি সেরা জাতি।

মা'বুদ স্মরণে-২

কে বলে বহুদুর মা'বুদ আমার
তাঁর মত নিকটতম কেউ নেই আর।
তাঁর মত দয়ালু কে আছে আর
তাঁর মত দাতা কে আছে আর
তাঁর দয়ায় আমার হৃদয়
ভরে উঠে কৃতজ্ঞতায়।
আমার জীবন মা'বুদ বিহনে

www.pathagar.com

নিঃস্ব হয়ে যায়, ভাবি তাই মনে
দিবা নিশি মোর সেই ভাবনা
মরণের সাথী কেউ হবে না
এই মিনতি রাখি, হে মহান
মরণের সাথী করিও ঈমান।

মউত

"কুল্লু নাফছিন যায়েকাতুল মউত"
প্রত্যেক প্রাণীকে গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর স্বাদ
এ চির সত্য, আল্লাহ্‌র বাণী।
ইনতেকাল করেছেন নবী-রাসূল-
আউলিয়া, গাউজ, কুতুবগণ।
কোথা চেঙ্গীস, হালাকু খা?
আর তাদের দর্প?
আজরাইলের (আ.) গর্জন ধ্বনিতে–
মিশে গেছে তারা মাটির নীচে।
কোথা নমরূদ, সাদ্দাদ, ফেরাউন
তারা নিজেকে খোদা করেছিল দাবী,
আজরাইলের (আ.) হীন শীতল হস্ত স্পর্শে–
চলে গেছে তারা চির জাহান্নামে।
কোথা নেপোলিয়ন, হানিবল, সীজার
মিটে গেছে তাদের দুরাশা–
মৃত্যুর স্বাদ পেয়ে।
কোথা দিগবিজয়ী আলেকজাণ্ডার, হিটলার, বকত নসর
ধ্বংস করেছে তারা বহু জনপদ

www.pathagar.com

তারাও মৃত্যুর কাছে মেনেছে পরাভব,
সাড়ে তিন হাত মাটি নিয়ে।
কোথা আবু জাহেল, মোসায়লামা, আবু লাহাব
জাহান্নামের আগুনে পুড়ে গণছে তারা
ভুলের মাশুল।
"কেবলই আল্লাহ্ চিরস্থায়ী,
চির জীবন্ত।
যিনি মহীয়ান্ ও গরীয়ান।"

মহাপ্রলয়ে

যবে এই বিশ্ব ভবে
আল্লাহ্র নাম নিবার থাকবে না কেহ
এই সুন্দর ধরণীর বাগে
ফুটবে না একটি ফুল
বাগানের মালিক তখন
ধ্বংস করে দিবেন এই সুন্দর ভুবন।
আল্লাহ্র আদেশে ইস্রাফিলের (আ.) শিঙ্গার ফুৎকারে
কিয়ামত শুরু হবে।
সে ফুৎকারে "পর্বতমালা
ভেঙ্গে হবে চূরমার।
হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা"।
সেই মহাপ্রলয়ে সপ্ত আসমান
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা কিছুই থাকবে না।
থাকবে না সুন্দর ধরণীর শোভা সৌন্দর্য
থাকবে না নদ নদী, সাগর মহাসাগর

www.pathagar.com

বৃক্ষলতা, জ্বিন, মানব, দৈত্যদানব, ইবলিস
কীটপতঙ্গ, পশু পক্ষীর কোন অস্তিত্ব।
থাকবে না একটুকু ছায়া, এক ফোটা পানি
সমগ্র পৃথিবী হবে একাকার সমতল ভূমি
জীবিত থাকবে না ফেরেশ্‌তা সকল
সীমাহীন নিরবতার মাঝে– আল্লাহ্ দাঁড়িয়ে
বলবেনঃ আছ কি কেউ জীবিত?
কোনই উত্তর আসবে না যখন–
আল্লাহ্ স্বয়ং বলবেন তখন ঃ
"কেবলই আল্লাহ্ অবশিষ্ট বিদ্যমান"।
এমনিভাবে চল্লিশ হাজার বছর–
আল্লাহ্ ছাড়া থাকবে না কোন কিছুর অস্তিত্ব।
আল্লাহ্ আদি, আল্লাহ্ অন্ত, আল্লাহ্ চির জীবন্ত।
নেই কোন্ উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত।
আল্লাহ বলেন, যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ
পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে
আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক
আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে।"

সূরা ইব্রাহিম,
আয়াত ৪৮

আরাফাত ময়দান

মক্কার পুণ্য ভূমি আরাফাত ময়দান
এই স্থান পবিত্র অতি মর্যাদা মহান
এই সেই স্থান– আরাফাত ময়দান

www.pathagar.com

স্বর্গ-চ্যুত আদম- হাওয়ার পুনর্মিলন
তোমার বিশাল বক্ষ পাহাড়– বালিতে পূর্ণ
তোমার বক্ষে জন্মে না ক্ষুধার অন্ন।
(তবুও) তুমি ধন্য, তোমার বক্ষে হাজিগণ রাখিয়া চরণ
প্রতি বছর স্বজল নয়নে আল্লাহ্‌কে করে স্মরণ
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ওঠে ধ্বনি 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'
দয়ার সিন্ধু শুনিয়া পাপীর ডাক–
জীবনের সব গুনাহ্ করে দেন মাফ।
নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যায় সাফ॥

কাবার স্মৃতি

কাবা মসজিদ, 'বায়তুল মামুরের প্রতিচ্ছবি'
স্মরণ কালের প্রথম এ ইবাদত ঘর
বিশ্ব মুসলিমের পূতঃ এ কাবা।
এক লক্ষ্য, সবার 'কেবলা' এ কাবা।
হযরত আদম, ইব্রাহিমের পুণ্য স্মৃতি
মহাকাল বহন করছে তাদের কীর্তি।
এ ঘর পবিত্র ' মসজিদুল হারাম'।
এ কারণে পাপ কার্য নিষিদ্ধ– হারাম
আল্লাহ্‌র রহমতে পরিপূর্ণ এ ঘর
'হাজরে আসওয়াদ' পাপ মোচনের স্বর্গীয় পাথর
জীবনে যেবা এ ঘর করে 'তওয়াফ'
জিন্দেগীর সবগুনাহ্ হয়ে যায় মাফ।

www.pathagar.com

কোরবানী

একদা গভীর রজনীতে
স্বপ্ন দেখলেন নবী ইব্রাহিম
কোরবানী করো তোমার প্রিয় বস্তুটিকে
সন্তুষ্ট হলেন না প্রভু দুইশত উটে।
একে একে তিনবার, ইব্রাহিম নবী
সম্মুখীন হলেন মহাপরীক্ষার।
প্রাণধিক পুত্র ইসমাঈল রইল বাকি
বুঝেছি বুঝেছি কোরবানী করতে হবে তাকেই।
বিবি হাজেরার অনুমতি নিয়ে
জিজ্ঞাসিলে শিশু ইসমাঈলে
আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আর কোন প্রশ্ন নেই
কত কল্যাণ নিহিত আছে–
জন্ম দাতা পিতা ধৈর্যশীল আমি
প্রস্তুত আমার মস্তক, নির্বিঘ্নে করুন কোরবান
মিনা ময়দানে– শয়তানের শত প্রলোভনে
কান দিলেন না যবিহুল্লাহ্ ইসমাঈল।
পিতা চালালো ছুরি পুত্রের গর্দানে
আল্লাহ্‌র হুকুমে পুত্রের বদলে কোরবানী হলো
বেহেশতী এক পশু।
দশই যিলহাজে প্রতি বছরে
কোরবানী হয় শত সহস্র পশু।
ধন্য ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্
ধন্য ইসমাঈল যবিহুল্লাহ্
আল্লাহ্ শিখালেন–
পশু কোরবানী নয় বান্দা আমার
এসে তোমার পশুত্ব কোরবানী।

প্রকাশিত পঞ্চম বার্ষিক সংকলন,
শেরপুর সাহিত্য চক্র, বগুড়া

www.pathagar.com

নামায

"নামায কায়েম কর" আল্লাহ্‌র হুকুম।[১]
নামাযে আছে আনন্দ,
নামাযে আছে শান্তি,
নামাযীর অন্তর–
ঈমানের নূরে আলোকিত করে।
মরণের পরে আঁধার ঘরে
নামায হবে তোমার আলোর দীপ
"নামাযীর গোরে আযাব হটিয়ে দেয়া হবে"।[২]
"রোজ হাশরে প্রথমে তোমার–
নামাযের হিসাব হবে"।[৩]
"হাশরের ময়দানে, নামাযী আমলনামা
পাবে ডান হাতে"।[৪]
"বিদ্যুত গতিতে পুলসিরাত পার হবে"।[৫]
"বান্দা ও কুফরীর মধ্যে তফাত–
নামায ত্যাগ"।[৬]
হে নামাযী, "নামায কায়েম কর"।[৭]
"নামায জান্নাতের চাবি"।[৮]
"নামায মু'মিনের মি'রাজ"।[৯]
"সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায
আদায় করবে যে জন, আমি (আল্লাহ্)
তাকে জান্নাত দান করবো"।[১০]
বান্দার হক আদায় করলে
আল্লাহ্ মহান, বড় দয়াবান
নিরাশ হবে না কেউ
এই তাঁর ফরমান।

১. আল কুরআন ২. হাদীস ৩. তিরমিযী ৪. হাদীস ৫. হাদীস ৬. মুসলিম শরীফ ৭. আল কুরআন ৮. হাদীস ৯. হাদীস ১০. আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষার লড়াই

পাক নেতাদের মনের আশা
উর্দু হবে রাষ্ট্র ভাষা
তা হবে না, তা হবে না
মুখ বুজে কেউ তা সবে না।
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
নইলে মোদের চলবে লড়াই।
মুখের ভাষা কেড়ে নেবে
অন্য ভাষার মুখশ দেবে
তা হবে না, তা হবে না
মুখ বুজে কেউ তা সবে না।
আছে তাদের মনোবল
আত্মশক্তি, বাহু বল
মিছিল আর শ্লোগানে
ছড়িয়ে পড়লো সব খানে।
বাংলার মানুষ লড়তে জানে
দাবী আদায় করতে জানে
ভাষার ডাকে ছুটলো সবাই
বাধলো তখন ভীষণ লড়াই।
মা হারালো নয়ন মণি
পিতা হারালো আশার খনি

www.pathagar.com

রফিক, শফিক, বরকত, সালাম
বাংলা ভাষার প্রিয় নাম।
তেরশ আটান্নর আটই ফালগুন
চেতনায় চিরদিন জ্বালবে আগুন।

প্রকাশকাল ঃ ৮ই ফালগুন,
১৩৮৫ সন। রায়গঞ্জ উপজেলা
লেখক বহু মুখী সমবায় সমিতি লিঃ
চান্দাইকোনা, সিরাজগঞ্জ।

একুশে স্মরণে

সভ্যতা বিকাশের পরিচয় ভাষা
মাতৃ জবানে শেখা
দেশে দেশে স্ব স্ব সৃষ্ট।
কাড়তে পারেনি কোন দেশ
অন্য দেশের ভাষা
কুচক্রী পাক-শাসক গোষ্ঠী
চেয়েছিল উর্দু হবে রাষ্ট্র ভাষা।
বাংলা ভাষার ঐতিহ্য মুছে দিতে
ক্ষুদ্ধ হলো এ দেশের মানুষ
চলল কালহাতের নির্যাতন।
রক্তে রাঙা হলো একুশে ফেব্রুয়ারী
খুনীদের হাতে শহীদ হলো
রফিক, শফিক, বরকত ও সালাম।
শহীদের রক্ত বৃথা যায় নি
হটে গেল উর্দু ভাষার খুনীরা
বাংলা পেল রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা।

www.pathagar.com

শক্তির চেয়ে সত্য বড়
শিক্ষা দিল বাঙ্গালী
বিশ্বে পরিচিত হলো–
বাংলাদেশ, বাংলা ভাষার নাম।
একুশ আমাদের ভাষার অমর গাঁথা
একুশে চেতনায় জন্ম নিয়েছে স্বাধীনতা
একুশ আমাদের মাতৃভাষার জননী
এই ভাষাতেই মাকে আমরা যা বলে চিনি।
একুশ আমাদের মাতৃভাষার ইতিহাস
একুশ মর্যাদা পেল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস।
মাতৃভাষা– জাতির ভাষা
জীবন– মরণ আশা ভরসা।

মুক্তিযোদ্ধা স্মরণে

শান্তি বর্ষিত হোক,
স্বাধীনতার অমর সন্তান শহীদ, গাজীর পরে
তোমাদের রক্ত– শ্রম– অশ্রু
মুক্তার দানা বেঁধে জনম নিয়েছে স্বাধীনতা।
তোমরা ছিলে কালের সঠিক সন্তান
তোমরাই স্বাধীনতার অমর প্রাণ
তোমরাই স্বাধীনতার গর্ব
তোমরাই স্বাধীনতার ইতিহাস।
সালাম তোমাদের
লক্ষ সালাম হে স্বাধীনতার
অমর নাম।

www.pathagar.com

বিজয় স্মরণে

কত ব্যথার স্মৃতি আজ মনে পড়ে
হায়েনার থাবায় পুত্র হারা জননী কাঁদে
কাঁদে স্বামী হারা বোন, ধর্ষিতা নারী
বাংলার যমিন হলো এক অশ্রু সাগর।
বুঝলো না তারা– অত্যাচারী খোদার দুশমন
মানব হত্যা মহা পাপ।
নয় মাস মুক্তি সংগ্রাম পর
বন্দী হলো তারা মুক্তিযোদ্ধার হাতে।
বাংলার আকাশে উদিত হলো–
রক্তীম সূর্যের পতাকা।
লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়
সুখ ও শান্তির এ মহা বিজয়।

প্রকাশনায়ঃ রায়গঞ্জ থানা লেখক
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।
চান্দাইকোনা, সিরাজগঞ্জ।
প্রকাশকালঃ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসে শান্তি বর্ষিত হোক
অমর সন্তান শহীদ গাজীর পরে।
স্বাধীনতা! মানুষ কি পেয়েছে জীবনের নিরাপত্তা
পেয়েছে কি মুক্তি, রক্ত ঝরা, অশ্রুর বন্যা হতে
হে দেশ– প্রেমিক, শান্তির অমৃত সন্তান
জাতির মাঝে তোমরা আবার উদয় হও।

www.pathagar.com

তোমরাই দেশ– মাতৃকার অমর প্রাণ
চিরঞ্জীব হোক স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়ঃ রায়গঞ্জ থানা লেখক
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।
চান্দাইকোনা, সিরাজগঞ্জ।
প্রকাশকালঃ ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০

আমার সেই স্বাধীনতা

আযাদ বেলালের (রা.) কণ্ঠে শুনি–
আল্লাহু আকবার
স্বাধীন জীবনের কি মহা আহ্বান!
আমার সেই স্বাধীনতা।
মাওঃ মোহাম্মদ আলী বলেছিলো
"স্বাধীন দেশের মাটিতে আমার কবর দিও"
আমার সেই স্বাধীনতা।
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বৃথা যায়নি
তিতুমীর স্বাধীনতার গুলবাগে অমর হয়ে আছে
আমার সেই স্বাধীনতা।
স্বাধীনতা জীবনের পবিত্র আমানত
আল্লাহ্ চাহে স্বাধীন জীবনের ইবাদত
আমার সেই স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আমার

স্বাধীনতা আমার ভাইয়ের ঝরানো রক্তের ছাপ
স্বাধীনতা আমার ভাষার লাল গোলাপ।
স্বাধীনতা আমার শহীদ বুদ্ধিজীবীর আত্মদান
স্বাধীনতা আমার নির্যাতিতা নারীর অবদান।
স্বাধীনতা আমার মুক্তি সেনার ইতিহাস
স্বাধীনতা আমার অশুভ শক্তির বিনাশ।
স্বাধীনতা আমার মায়ের কোলের শান্তি মুখ
স্বাধীনতা আমার গর্বিত বুক।
স্বাধীনতা আমার শিক্ষা, শান্তি, মানবতার
স্বাধীনতা আমার গৌরব, সংস্কৃতি, সভ্যতার।
স্বাধীনতা আমার মহান স্রষ্টার মর্যাদা দান
স্বাধীনতা আমার নিষ্পাপ শিশুর হাসি
স্বাধীনতা আমার মেহনতি মানুষের খুশী।
স্বাধীনতা আমার জন্মভূমির অধিকার
স্বাধীনতা আমার স্বস্ব জাতির স্বাধিকার।
স্বাধীনতা আমার নতুন প্রজন্মের পবিত্র আমানত
স্বাধীনতা আমার নিবিষ্ট মনের ইবাদত।
স্বাধীনতা আমার জাতির স্বকীয় সত্তা
স্বাধীনতা আমার জীবনের নিরাপত্তা।
স্বাধীনতা আমার মহা উত্থান
স্বাধীনতা আমার অভিনব প্রাণ।
স্বাধীনতা আমার পলাশীর আম্রকাননে হারানো রতন
স্বাধীনতা আমার শহীদ তিতুমীরের বিজয় কেতন।
স্বাধীনতা আমার ভাষা শহীদের অবদান
স্বাধীনতা আমার মুক্তি সেনার অমর প্রাণ।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আমার চিরভাস্বর, চির দুর্জয়
স্বাধীনতা আমার চির উড্ডীন পতাকা অক্ষয়।
স্বাধীনতা আমার মহান আল্লাহর আশীর্বাদ।
স্বাধীনতা আমার অনাবিল পথ চলার অধিকার
স্বাধীনতা আমার মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার

জাগরণ

লক্ষ জীবন খুনে ঝরানো রণে
স্বাধীনতা এলো মোদের এ জীবনে।
সন্তান হারা কত জননী
স্বামী হারা কত রমণী
পেয়ে স্বাধীনতার নতুন স্বাদ
মুছিল অশ্রু, দুঃখ বিষাদ।
গাহে আযাদীর নতুন গান
পেয়ে জীবনের আলোর বান।
চাষী জাগিল সবুজ বিপ্লবে
পেট ভরে খেয়ে ইবাদত করবে।
পলাশী, কারবালা অনুসরণ করি
ত্যাগে, তেজে মোরা নাহি ডরি।
শত্রু যদি হানে আঘাত
বজ্র কঠিন নেব শপথ।
শাহাদাত বরণ চাহে যারা
মৃত্যুর ভয় করে না তারা।
শান্তি ও শাসনে আনবে বিশ্বে–
শক্তি ও গৌরবে বাঙ্গালী শীর্ষে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ।
স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় ভূমি
জীবনের চেয়ে প্রিয় তুমি।
কণ্ঠে জাগে তৌহিদের বাণী
আকাশ বাতাসে উঠে ধ্বনি–
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।
ধন্য এ দেশের মানুষ–
তৌহিদেরী আবহাওয়ায়।
ধন্য এ দেশের মাটির বুকে
তৌহিদী প্রাণ ঘুমায়।
সোনালী ফসলের দেশ
সে আমাদের বাংলাদেশ।
বাংলাভাষার দেশ
সে আমাদের বাংলাদেশ।
বৃক্ষ-পল্লবে ছায়া ঘেরা
স্নিগ্ধ সুশীতল মায়া ভরা
সে আমাদের বাংলাদেশ।
নদ নদী মাছের দেশ
সে আমাদের বাংলাদেশ।
মুয়ায্যীনের মধুর আযান
পাখির কলতান
কি সে এক মধুর ঊষা
নেই তার বলার ভাষা।

www.pathagar.com

নেই আর এমন দেশ
নেই কোন তুল্য দেশ
সে আমাদের বাংলাদেশ।

বাংলা ভাষা

মাতৃভাষা, কোন্ সে ভাষা?
মায়ের ভাষা– বাংলা ভাষা।
কোন্ ভাষাতে জন্ম নিলো–
কথা বলার আধার পেল
যে আমার বাংলা ভাষা।
মায়ের মুখে শেখা ভাষা
বাংলা আমার মনের কথা
বাংলা আমার হৃদয়ে গাঁথা।
এই ভাষাতেই মৃত্যুর কথা স্মরণ করি
এই ভাষাতেই দয়ার আল্লাহ্‌র নামটি স্মরি।
এই ভাষাতেই শ্রমিক দল
গান গেয়ে পায় মনে বল।
এই ভাষাতেই বুঝতে হয়–
দিবা নিশি কার সাই খায়।
এই ভাষাতেই বুঝতে হয়–
কার হুকুমে সৃষ্টি লয়।
এই ভাষাতেই স্মৃতি পাতা
ভরে উঠে বিশ্ব খাতা।
এই ভাষাতেই বুঝতে হয়
আমার জীবন কার দয়ায়?

www.pathagar.com

এই ভাষাতেই বুঝতে হয়
জীবন মৃত্যু কেন হয়।
এই ভাষাতেই স্মৃতি জাগে
ছালাম, বরকতের অনুরাগে।
এই ভাষাতেই অমর প্রীতি
একুশ স্মরণে জাগে স্মৃতি।
এই ভাষারই জ্ঞানের আলো
স্রষ্টার পথ সন্ধান পেল।
এই ভাষাতেই বুঝতে হয়
আমার ভেতর কে কথা কয়।
এই ভাষাতেই বুঝতে হয়
সুখ দুঃখ শান্তি ভয়।
এই ভাষাতেই প্রেমের কথা
উজাড় করি মনের ব্যথা।
এই ভাষাতেই প্রাণ ভরে
হাসি কান্না অনুভব করে।
এই ভাষাতেই মনের কথা
প্রকাশ করি সদা সর্বদা।
এই ভাষাতেই কিংবদন্তী
শুনতে পাই অতীত স্মৃতি।
এই ভাষাতেই বুঝতে পাই
বিশ্বব্যাপী কার ঠাঁই।
এই ভাষারই অনুরাগে
সকল কাজের প্রেরণা জাগে।
এই ভাষারই চিন্তা ধারায়

www.pathagar.com

গ্রন্থমালা রচি মোরা।
এই ভাষারই উদাস গানে
পথিক চলে আপন মনে।
এই ভাষারই ছন্দ গানে
ব্যাকুল করে মনে প্রাণে।
এই ভাষারই গানে গানে
ফসল কাটে কৃষকগণে।
এই ভাষারই গানে গানে
তাঁতী তাঁতের খাকুটানে।
এই ভাষারই চিন্তা ধারায়
নৌকার মাঝি দাঁড়টানে।
এই ভাষারই গানের তালে
কামার কুমার ক্লান্তি ভুলে।
এই ভাষারই চিন্তা ধারায়
বিশ্বের ভাষা বুঝতে হয়।
এই ভাষাতেই জাতির প্রাণে
শক্তি সাহস জাগায় মনে।

ভালবাসি

ভালবাসি এ দেশের মানুষ
ভালবাসি মায়ের ভাষা
ভালবাসি আমার প্রতিবেশী
ভালবাসি এ দেশের উন্নতি।
ভালবাসি কর্মময় জীবন
ভালবাসি সৌহার্দ সম্প্রীতি।

www.pathagar.com

ভালবাসি দীন দুঃখীজন
ভালবাসি আত্মীয়-স্বজন।
ভালবাসি মাতৃভূমি
ভালবাসি স্বদেশ প্রেমিক
ভালবাসি স্বাধীনতার সৈনিক।
ভালবাসি সৎ উপার্জন
ভালবাসি আমার ধর্ম
ভালবাসি সদ্ব্যবহার।

চাষী

চাষী নামটি বড় মধুর
খাদ্যের অভাব করে দূর।
এরা সরল সহজ মানুষ
কৃষি কর্মে সদা হুঁস।
শ্রমের রুজী হালাল করে
এদের জীবন দেহ গড়ে।
জীবন ভরা মাটি চষা
এই তাদের নিত্য পেশা।
চষে তারা বার মাস
নেই তাতে ক্লান্তি ক্লেশ।
ঋতুর সঙ্গে লড়াই করে
বৃষ্টি খরায় নাহি ভরা।
সবুজ মাঠের বীর সেনারা
কাজ করে জীবন ধরা।
যত্ন করে রত্ন ফলায়

www.pathagar.com

সারা জীবন আশায় আশায়
খেটে জীবন মাটি করে
সোনার ফসল তোলে ঘরে।
এই আশায় জীবন ভরে
মাটির সঙ্গে লড়াই করে
অঙ্গের মাটি করবে খাঁটি
চির শয্যার শীতল পাটি।

কারবালা

কারবালা! স্মরিলে তোমার নাম–
ব্যথায় কাঁদে সৃষ্টি তামাম
তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কলঙ্কিত।
তোমার বক্ষ পবিত্র রক্তে রঞ্জিত।
তোমার তৃষিত বক্ষে ইমাম হুসাইন (রা.)
সত্যের তরে করেছে শাহাদাত বরণ।
দশই মুহররম ফিরে আসে এই শিক্ষা দিতে–
সত্য, ন্যায় ও ধর্মের নতুন শপথ নিতে।
নবীজীর (সা.) দৌহিত্র হুসাইনের শোকে
কাঁদে সৃষ্টি তামাম, কারবালার বুকে।
কাঁদে নবীজী (সা.) কারবালার বুকে
দৌহিত্র হুসাইনের শোকে।
কাঁদে শিমারের খঞ্জর ঈমামের কষ্ট বিহবলে
পাষাণ বক্ষ, নরকের কীট শিমার নাহি টলে।
কচি শিশু আসগর পানির পিপাসা মিটায়
দুশমনের তীর খেয়ে শাহাদাতের পিয়ালায়।

www.pathagar.com

বিয়ের মেহিদী মাখা কাশেমের হাত
নির্ভয়ে তুলে নিল শাহাদাতের স্বাদ।
প্রলয় অবধি ভুলবে না জগদ্বাসী এ আর্তনাদ
ফেলবে অশ্রু জল শত্রুর বুকে করি পদাঘাত।
ফোরাতের স্রোতধারা নিয়ত বয়ে যায়
আপন মনে হুসাইনের (রা.) শোক গাঁথা গায়।
তোমার স্বচ্ছ পানি পান করতে দেয় নি দুশমন
কাল চক্রে চলে গেছে এজিদের ধনজন।
এ দুশমন আখেরী নবীর (সা.), আলী হায়দার
এ দুশমন দিয়ে গেছে বড় জ্বালা, অত্যাচার।
আজও তাই হৃদয়ের সহস্র কপাট ভেঙ্গে ফেলে
কারবালার জিহাদে উঠে বুক ফুলে।
হায় হুসাইন! হায় হুসাইন! বলে ডাকি যতবার
পাই তোমার সত্য শিক্ষা, আদর্শ ধর্মের।

জননী

ভুলতে পারি না আমি জননীর কথা
নয় মাস গর্ভে ধারণ করে
কত না কষ্ট করে বহন করেছ মোরে।
তোমার একধার দুধের মূল্য
কেমনে শুধিবো আমি!
শীতে কেঁপেছ তুমি, তবু যতনে রেখেছ মোরে।
তোমার পায়ের নীচে
সন্তানের জান্নাত জানি।
অশ্রু সিক্ত নয়নে

www.pathagar.com

তোমার চরণ ধূলি মাথায় নিয়ে
আমার অপরাধ ক্ষমা চাইছি–
ক্ষমা কর মোরে।
হে আল্লাহ্ শৈশবে মোরে
আমার পিতা মাতা যেমন করে
সেবা যত্ন, লালন পালন করেছে মোরে–
তদনুরূপ তাদের প্রতি তোমার দয়া
রহমত, শান্তি দান কর।

ধর্মের পরিচয়

ধর্ম স্রষ্টার জীবন বিধান
যাকে ধারণ করে– মানুষের জীবন।
এলেন ভবে অসংখ্য নবী রাসূলগণ
যুগে যুগে করেছেন ধর্ম প্রচার
এক আল্লাহ্– মা'বুদ সবার।
দেশে দেশে মানুষকে করেছেন হুঁশিয়ার
পথভ্রষ্ট মানুষের ধর্মের পথে ফিরিবার।
মানুষ করেছে বহু দেবতার সৃষ্টি
এক পথে, এক মতে দেখে নি কোন দৃষ্টি।
ভ্রান্ত মানুষ স্রষ্টারে ভুলে কুফরী পথ ধরে
ফলতঃ তারাই স্রষ্টার কোপানলে পড়ে।
'তুফান– প্লাবনে' মরে নূহের (আ.) জাতি
'প্রলয়ংকরী গর্জনে' মরে সালেহ নবীর সামুদ জাতি
হুদ নবীর অবাধ্য সাদ্দাদ জাতি মরে 'ভীষণ গর্জনে'

www.pathagar.com

শোয়েব নবীর অবাধ্য কওম মরে 'বিকট গর্জনে'
ইব্রাহিম নবীর অবাধ্য নমরূদ মরে 'মশার কামড়ে'
দাউদ নবীর অবাধ্য যারা– তারা মরে বানরের আকার ধরে
পুং ব্যভিচারে 'উলটে গেল' লূতের (সা.) শহর
'ত্রিত্ববাদে' সৃষ্টি জাতি অভিশপ্ত হল আল্লাহ্‌র।

বাস্তব কথা

পাপেতে আরশ টলে
মহত্ত্বে হৃদয় গলে।
দয়ায় আনন্দ অশ্রু ঝরে
ক্ষমা সম্ভ্রমে শির নত করে।
উদারতা মহা মানবের পরিচয়
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।
মানবতা মনুষ্যত্বের হৃদয়
দানে দৌলত বৃদ্ধি পায়।
ধর্ম বিমুখ শয়তানের সহচর
ধর্মহীন মানুষের দেহ শূন্য পিঞ্জর।
অহংকারী শয়তানের দোসর
অত্যাচারীর ধ্বংস অনিবার্য
অবিচারক আরশের ছায়া থেকে বঞ্চিত।
মহৎ কর্ম মানুষকে অমর করে
ন্যায় পরায়ণ মানুষ সবার সমাদরে।
অন্যায় মানুষের ধর্ম নয়
কৃপণতা কারুনের পরিচয়।

www.pathagar.com

দুস্থের সেবা মানবতার ধর্ম
পরোপকার মহৎ কর্ম।
অশ্লীল বাক্য বলা উচিত নয়
সত্য বলা ঈমানের পরিচয়।
বিশ্বাস ঘাতক বেঈমান
মোনাফেক পাবে না পরিত্রাণ।
সত্যের বিকাশ সুনিশ্চিত
মিথ্যার বিনাশ অবধারিত।
নির্মল চরিত্র সবার ভূষণ
পর নিন্দা পাপেতে ভরা
মিথ্যা বলা পাপের সেরা।
উদ্ধত ব্যবহার শয়তানের কারবার
নম্র স্বভাব যার প্রিয় সে সবার।
বীরের ধর্ম যালিমকে প্রতিহত করা
সদ্ব্যবহার গুণের সেরা
দুনিয়াতে বাহাদুরী, পরকালে পাপে ভারী।
জ্ঞান থাকলে বুঝে নাও
জীবন থাকতে সাবধান হও।
সৎ উপায়ে উপার্জন কর
হালাল রুজি আহার কর।
সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম
সৎ জীবন বড় ধর্ম।
সর্বদা পবিত্র থাকে যেজন
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে সে জন।

www.pathagar.com

শান্তি বনাম অশান্তি

শান্তির মহামানব মুহাম্মদ (সা.)
শান্তি বিশ্ব স্রষ্টার আশীর্বাদ
শান্তি চাহে দেশ– প্রেমিক, সুশাসক
শান্তি চাহে মানুষ, মহামানবগণ
শান্তি চাহে পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা
শান্তি চাহে মন, মানবাত্মা।
শান্তি মানুষের শেষ ধ্বনি
শান্তি জান্নাতী মানুষের বাণী
শান্তি চাহে না অভিশপ্ত নরাধম
শান্তি চাহে না স্রষ্টার অবাধ্য অধম।
শান্তি চাহে না স্রষ্টার অবাধ্য শয়তান
শান্তি চাহে না যালিম, পাপীষ্ঠগণ
শান্তি চাহে না মানবতার দুশমন
শান্তি চাহে না সাদ্দাদ, নমরূদ ও ফেরাউন।

জাগরে মুসলিম

শক্তি গৌরব জ্ঞান বিজ্ঞানে
মুসলিম ছিল শীর্ষ স্থানে।
মুসলিম সেই যে জাতি–
যাদের শাসন বিশ্বের শান্তি।
বজ্রপাতে কাঁপে অবণী
তবুও না জাগিল মুসলিম ধরণী!
প্রলয় যদি আসে বিশ্বে
মুসলিম কি মরবে শেষে
জাগরে মুসলিম বিশ্বে আজ
তোরাই' তো ছিলি বিশ্বের তাজ।

www.pathagar.com

যালিমের লড়াই

যালিমের অত্যাচারে
কাঁদে মযলুম চিৎকারে!
হাসে যালিম জয়োল্লাসে।
ধর্মের চক্ষু বন্ধ করে
শক্তি বলে মত্ত হয়ে
মৃত্যুর কথা ভুলে গেছে।
সত্য, ন্যায়ের বিবেক কাঁদে
বিশ্বে আজ মানুষ নাই রে!
উপেক্ষিত মানবতা
সত্য জ্ঞানের নেই পাত্তা।
মুসলিম বিশ্ব মণি হারা
নেই সে সত্য ন্যায়ের সাড়া।
জাগো, জাগো ওরে মুসলিম বিশ্বময়
উড়াও তোমার আল হেলাল।

নাস্তিকের দশা

ইব্রাহিম নবী– প্রচার করতেন আল্লাহ্‌র দ্বীন
ছিল না তাঁর রাজ্য, সৈন্য সামন্ত।
নমরূদ বাদশা ইরাকের শাহানশাহ্‌
মানে না সে এক আল্লাহ্‌
বলে নিজকে সে খোদা
সহিতে পারে না সে– প্রচারে আল্লাহ্‌র বাণী
বাধল এক ভীষণ যুদ্ধ
যুদ্ধের ময়দান, নমরূদের সৈন্যে করছে দম্‌ দম্‌।

www.pathagar.com

ইব্রাহিম নবীর ছিল না কোন রাজ ঐশ্বর্য
আল্লাহ্ পাঠালেন আকাশ পথে মশক বাহিনী
বিপন্ন বন্ধুর সাহায্যে।
ঝাঁকে ঝাঁকে মশক আকাশ পথে
ভন্ ভন্ শন্ শন্ ঝঞ্ঝা বেগে;
আকাশ বুঝি ভেঙ্গে পড়ে,
সে এক ভয়াল ত্রাসে, গ্রাস করতে আসে–
নমরূদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে।
মশার দংশনে ও বিষাক্ত হুলে
হতাহত শত শত, নমরূদের নাভি-শ্বাস
সেনা যত ঊর্ধ্বে শ্বাস
ব্যস্ত ত্রাস্তভাবে, দেয় ছুট সবে।
একটি ন্যাংড়া মশা
নমরূদের নাশিকা পথে প্রবেশ করে
মস্তকে দংশন করে বার বার
বহু দিন কষ্টে ভোগে নরাধম
হায়রে ভাগ্য হত নমরূদ
চরম লাঞ্ছিত বেশে
পটল তুলিল অবশেষে।

মেঘ মালা

ভাসমান মেঘ তুমি ভাসো উল্লাসে
কোন্ দেশে যাও, তুমি কার আদেশে
কোথায় করবে বর্ষণ, কার হুকুমে
পাহাড়, উপত্যকা, বন-জঙ্গল, সমতল ভূমে

www.pathagar.com

তোমার বর্ষণে শস্য শ্যামল ধরণী
পূর্ণ হয় খাল বিল নদী ও তটিনী।
তোমা বিনে ধরার বক্ষ হতো মরুভূমি
তুমি কখন ভয়ঙ্কর, কর পাগলামী
ভেসে নিয়ে যাও খেতের ফসল
কখনও সবার মনে বহাও আনন্দাশ্রুজল।
ফোটা ফোটা বৃষ্টি পাতে ভাসাও ধরা
কার হুকুমে তুমি এই নিয়মে গড়া
স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার
তুমি ভাসমান মহাসাগর।
স্রষ্টার করুণা ধারা মানবের হিতে
তোমাকে করেছে সৃষ্টি সাগর হতে।

জাহেলিয়াত যুগে আরব

আরব উপদ্বীপ পাপাচারে ভরপুর
পূজা হতো কাবার ঘরে, তিনশ ষাটটি মূর্তির
সারা বিশ্ব পথভ্রষ্ট
শাসক শোষণে মানুষ অতিষ্ঠ।
অজ্ঞ আঁধার বর্বর যুগ,
ভ্রান্ত জীবনের নগ্নরূপ
অন্যায় অত্যাচারে মানবাত্মা বিদগ্ধ
অশান্তির কষাঘাতে মানবতা বিদলিত।
অভিজাত বংশের আরব যারা
ব্যবসা বাণিজ্য করতো তারা
উটের কাফেলা সেজে

www.pathagar.com

শাম সিরিয়া দেশে।
দক্ষ শিকারী যারা
বন জঙ্গলে শিকার করতো তারা
উট, ছাগ, মেষ, ঘোড়া
গৃহে পালতো তারা।
উট তাদের বড় সম্পদ
মরুভূমির জাহাজ
যাযাবর বেদুঈন যারা
দস্যু বৃত্তি করতো তারা।
নারী নৃত্য, মদ্যপান
জুয়া খেলা, জারিগান
আবৃত্তি, ধূয়াগান
আনন্দের ধুমধাম।
লুটপাট খুন
দৈনন্দিন জীবন।
রক্তের প্রতিশোধ
বংশের গৌরব বোধ
গোত্রে গোত্রে সংঘাত
শান্তির মূলে কুঠারাঘাত।
নিষ্ঠুর দাস প্রথা
হৃদয়ে দিতো ব্যথা।
হত্যা, ব্যভিচার
ধর্মে কর্মে অবিচার
নারী ভোগের সামগ্রী
স্বেচ্ছায় যৌন প্রীতি

www.pathagar.com

বহু বিবাহ ত্যাগ
জঘন্য অনুরাগ।
কন্যা জন্মিলে অনুতাপ
কন্যা ছিল অভিশাপ
দুঃখভার করতে লাঘব
জীবিত কবর দিতো।
অনাচার, নৈতিক পতন
ঘোর অশান্তির কারণ।
মূর্তি পূজার ধুমধাম
হোবাল, উজ্জা, লাত, মানাত
দেবতার সেরা জাত
মূর্তি পূজা, প্রস্তর কত
চন্দ্র, সূর্য, শাপ যত
পূজা করত কত!
স্রষ্টা বুঝি নেই ধরায়
নেই তাঁর কোন ভয়!
এমন উলঙ্গ বেশ
পাপে তাপে ভরা দেশ।
সারা বিশ্ব ভ্রান্ত পথে
জগৎ স্রষ্টার বিপথে।
আসলেন আখেরী নবী
ভ্রান্ত মানবের ধ্যানের ছবি
বিশ্ব মানবের পরিত্রাণে।
দিয়ে গেলেন আল কোরআন-এর বাণী
পথ হারা মানুষের পথের সন্ধানী।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

(কোমলমতি শিশুদের মনের আলো)

আল আমিন

নবীজীর (সা.) সুধাময় কণ্ঠস্বর, সত্য কথনে
মানুষের গচ্ছিত সম্পদ সংরক্ষণে
নির্মল চরিত্র মাধুর্যে, সদাচরণে
দুস্থের সেবা, বিশ্বস্ত গুণে
মুগ্ধ আরব বাসী।
জাহেলিয়াতের যুগে
আল আমিন বলে ডাকত সবে।

শিশুর আশা

ভাই বোন, সহপাঠী
পাড়ার ছেলে মেয়ে
মিলে মিশে গড়বো জীবন
সদা মন দিয়ে।
পিতা মাতা গুরুজনে
দিব না ব্যথা কারো মনে।
লেখাপড়া করবো সবাই
এই আশা মনে প্রাণে।
দূর করবো অজ্ঞ আঁধার
জাতির গৌরব আনবো বয়ে।
সত্য ন্যায়ের সৈনিক মোরা
গড়বো দেশ– প্রেম দিয়ে।

www.pathagar.com

সবুজের ডাক

আমরা কচি, আমরা সবুজ
আমরা প্রাতের রাঙ্গা সুরুজ।
আমরা রাতের আঁধার নাশি
সত্য ন্যায়ের চাবুক কষি–
এই দুনিয়ায় মিথ্যা যেথা
মোদের চাবুক পড়বে সেথা।

আলো আঁধার

রাত্রি যদি না হতো ভোর–
হতো কেমন মজা
মেরু দেশের মতই মোরা
পেয়ে যেতাম সাজা।
কোথা থেকে সূর্য এসে
আঁধার করে দূর
আলো আঁধার তাই এতো মধুর।
দিবা রাত্রি স্রষ্টার দান
তাঁরই অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।

সঙ্গ লাভে

মুহাম্মাদের (সা.) সঙ্গ লাভে
সত্য দ্বীনের সন্ধান পেল।
আবু জাহেলের সঙ্গী যারা
ভ্রান্ত পথে গেল তারা।
সত্য পথে আলোর জ্যোতি
ভ্রান্ত পথে আঁধার ভীতি।
ফেরাউনের সঙ্গী যারা
ডুবে সরল নীল নদে।

www.pathagar.com

মুছা নবীর সঙ্গী যারা
পার হল সব নিরাপদে।
সত্য জেনে সঙ্গ ধর
জীবন তোমার ধন্য কর।

বৃক্ষের দান

ফল যদি খেতে চাও
সারি সারি গাছ লাগাও।
ফলে আছে পুষ্টি ভরা
গাছে পাই অক্সিজেন মোরা।
ফুলে ফলে গাছের শোভা
গাছের ছায়া মোন লোভা।
নাচে পাখি গাছের শাখে
গাছ পরিবেশ মুক্ত রাখে।
সবাই কর গাছের যত্ন
বড় হলে পাবে রত্ন।

মামুনের জন্ম দিনে

মামুন যেদিন জন্ম নিয়ে
এলো মোদের ঘরে
খুশী হলো দাদা দাদী
খুশীর তুফান ঝরে।
সামা বলে মামুন হবে–
বড় বৈজ্ঞানিক
ছোট মামা বলে হেসে
হবে সাহিত্যিক।

www.pathagar.com

মণি-মানিক

সোনার খনি আমার 'মলি'
মানিক আমার 'হামিম, 'জলি
মুক্ত আমার 'মাসুদ রানা'
'জিহাদ আমার সোনা দানা
'মায়া আমার সুধা ভরা
'তৌহিদ ভাইয়া ধর্মে সেরা
'রূহী, 'শোভা হৃদয়ে ভরি
'ছামি-উল ইসলাম জান্নাতের তরী।
দোয়া করি প্রাণ ভরে–
জীবন তোদের ধন্য হোকরে।

জন্ম দিনে

তব শুভ দিনে মেঘ শূন্য আকাশ হাসে
পূর্ণিমার শশী দেখতে আসে।
ভাল হয়ে থেকো তুমি মানুষের মাঝে
জীবনের সকাল সন্ধ্যা সাঁজে।

বর্ষপূর্তি

আজকের এই শুভ দিনে
তুমি আমার মনে
আকাশের চাঁদ তারা সম
চির সুন্দর, চির মনোরম।
দোয়া করি, হও সুসন্তান
ধর্মে কর্মে হও গরীয়ান্।
জনক-জননী উন্নত শিরে–
দোয়া করবে প্রাণ ভরে।

www.pathagar.com

সত্যের সন্ধান

জীবন রংগের ডুবলে বেলা
সাঙ্গ হবে সকল খেলা।
জ্ঞান থাকতে ভাংরে ভুল
সৃষ্টির সেরা মানুষ কুল।
ভ্রষ্ট পথে চলে যারা
শেষ বিচারে পড়বে তারা ধরা।

জ্ঞানের সন্ধান

সঠিক জ্ঞানের সন্ধান কর
আল কোরআন গবেষণা কর।
স্রষ্টারে যে চেনে নি
তার জীবন বৃথারে ভাই।
মৃত্যুর পরে জানবে সবই
তখন কোন উপায় নেই।
সময় থাকতে সংশোধন হও
স্বর্গ যদি পেতে চাও।

স্মৃতির পাতা

স্মৃতির পাঁপড়িগুলো পাখা মেলে–
দূর অতীতের কুঞ্জে কুঞ্জে,
জেগে উঠে অসংখ্য বেদনা–
মরমে মরমে করি অনুভব।

www.pathagar.com

চলার শেষ

হে পথিক! সদর্পে চলও না।
তোমার মতো কত পথিক–
পদ চিহ্ন রেখে চলে গেছে পরপারে
তাদের কথা স্মরণ কর।
একদিন তোমার চলার পথ হবে শেষ
সে দিন তুমি জানতে পারবে–
কোথায় তোমার চলার শেষ।

জুঁই

লক্ষ আশার সোনার জুঁই
লক্ষ আশার মানিক তুই।
সৎ কর্ম করে যা
দো– জাহানে ধন্য হ।

ধর্মের সন্ধান

ধর্মের সন্ধান যতই কর–
একছাড়া মা'বুদ নেই
এক ছাড়া মুক্তি নেই।
এক যদি বাদ দাও
শূন্য ছাড়া কিইবা পাও।

ভাষা

বহু দেশ, বহু ভাষা
সব ভাষাই স্রষ্টার দান।
সকল ভাষাই স্রষ্টা জ্ঞাত
স্রষ্টার সৃজিত প্রাণী যত।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) বাণী

যত দিন তোমরা কোরআন ও হাদীস
এই দুটো বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে
ততদিন তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না।

এক আল্লাহ্

এক আল্লাহ্ মা'বুদ সবার
নেই কোন তুলনা তাঁর।

বিশ্বাস

চার কিতাবে বিশ্বাস আনো
ছয় হাদীস ছহীহ্ জানো।

সুখ-দুখ

আট জান্নাতে শান্তি সুখ
সাত দোযখে অশেষ দুখ।

বিদ্যা শিক্ষা

বিদ্যা শিক্ষা করে না যেজন
চোখ্ থাকতেও অন্ধ সেজন।

শ্রমিক

শ্রমের মর্যাদা দিলেন নবী পাক
শ্রমিক স্রষ্টার প্রিয়, সৃষ্টির সেবক।

কেন দৈন্য

ফলে ধান্যে এ দেশ ধন্য
তবু কেন হা-হুতাশ দৈন্য?

www.pathagar.com

সৎ জীবন

সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম
সৎ জীবন বড় ধর্ম।
ইসলাম ধর্ম সত্য পথ
এক আল্লাহ সবার মান।

পাপ-পুণ্য

পুণ্য আত্মা ঈলীয়্যেনে
পাপ আত্মা সিজ্জীইনে

মৃত্যুর খবর

একজন মানুষ চলে যায়
মৃত্যুর খবর বলে যায়।

পাপী মরে

পাপী মরে
পাপ মরে না

শেষ ঠিকানা

জীবনের এই শেষ ঠিকানা
সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে
হবে তোমার বিছানা।

জিন্দাবাদ

শোভা লোভা ধন্যবাদ,
হামিম রেজা জিন্দাবাদ।
এই মোর আশীর্বাদ।

www.pathagar.com

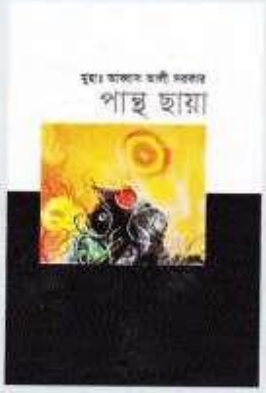

খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

www.pathagar.com